KABITABALEE

FOR THE USE

OF

SCHOOLS

BY

RÁDHÁ MADHABA MITRA

PART V.

কবিতাবলী।

পঞ্চম ভাগ।

শ্রী রাধামাধব মিত্র প্রণীত।

শ্রী দীননাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

মৃজাপুর অপর সরকিউলার রোড নং ৫৮।৫

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

ইং ১৮৭৩। জ্যানুয়ারি।

Printed for the Publisher and sold by Messers Biswas and sons, 70, College Street. Calcutta.

গুণরাশি গুণগ্রাহক বিদ্যামন্দিরাধ্যক্ষ মহোদয়েরা স্ব স্ব অধীনস্থ বিদ্যামন্দিরসমূহে মদ্রচিত কবিতাবলীর প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাগ আনুপূর্ব্বিক ব্যবহার করিয়া আমাকে এতাদৃশ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন যে কবিতাবলীর পঞ্চম ভাগ প্রচার না করিয়া কোনমতে নিরস্ত হইতে পারিলাম না। কবিতাবলীর পঞ্চম ভাগেই কবিতাবলীর রচনাকার্য্য পর্য্যবসান হইল। আমি যৎকালীন কবিতাবলীর প্রথম ভাগ প্রকাশ করি, তৎকালে আমার এবম্প্রকার প্রত্যাশা ছিল না যে, আমাকে কবিতাবলীর পঞ্চম ভাগ পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে প্রচার করিতে হইবে। পরমেশ্বরের অপার অনুকম্পায় আমার আশাতীত ও সাধ্যাতীত কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া গেল বলিতে হইবেক। অধুনা প্রথমতঃ জগদীশ্বরকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, যেহেতু আমি রচনাবিষয়ে অক্ষম হইলেও তিনি আমাকে সক্ষম করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ গৌরবান্বিত বঙ্গকবিকুলচূড়ামণি ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি যেহেতু কবিতা রচনাবিষয়ে তিনিই আমার একমাত্র শিক্ষাগুরু ছিলেন। তৃতীয়তঃ যে সমস্ত সজ্জন মহোদয় দ্বারা কবিতাবলী গ্রন্থাবলী সমাদৃত হইয়াছে তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, যেহেতু তাঁহারা উৎসাহজীবন-সেচনে ক্রমশঃ আমার রচনাশক্তিলতার উন্নতি করিয়া দিয়াছেন। এই পঞ্চম ভাগ অন্যান্য ভাগের ন্যায় ব্যবহৃত হইলে আমার পরিশ্রমের সার্থকতা সম্পাদিত হয়।

শ্রী রাধামাধব মিত্র।
সাং জেজুর। কলিকাতা।

ইং ১৮৭৩। জ্যানুয়ারি।

কবিতাবলী।

পঞ্চম ভাগ।

প্রথম প্রার্থনা।

হে-ভবেশ, হে-ভূতেশ, হে-চিত্তরঞ্জন ! ।
জ-য়প্রদ, জ-গদীশ, জ-য় নিরঞ্জন ॥
গ-ণি মনে, গ-ত দিন, গ-তি নাই আর ।
দী-ননাথ, দী-ন দেখে, দী-নে কর পার ॥
শ-মনের শ-ঙ্কাতেই, শ-রীর শুকায় ।
ত-ব কৃপা- ত-রি পেলে, ত-বে তরা যায় ॥
ব-লহীনে, ব-ল দেহ, ব-লি তব কাছে ।
দা-সে দয়া, দা-ন করে, দা-তা কে বা আছে ॥
স-র্ব্বসার, স-র্ব্বময়, স-দা চিন্তা মনে ।
রা-ত্রিদিন, রা-খ রাখ, রা-জীবচরণে ॥

ধা-র্ম্মিকের ধা-রা আমি, ধা-রণ না করি।
মা-নসাভি- মা-নী হয়ে, মা-য়া কত ধরি॥
ধ-রণীর ধ-ন প্রতি, ধ-রি অনুরাগ।
ব-সুর ত ব-শে মনে, ব-সে না বিরাগ॥
কে-শে ধরি কে-টানেছে, কে-মন সহসা।
কৃ-পাময়, কৃ-পা রূপ কৃ-পাণ ভরসা॥
পা-রি ভব- পা-রাবার, পা-র হতে তবে।
ক-র যদি, ক-টাক্ষেতে, ক-রুণা এ ভবে॥
র-ক্ষাকর, র-ক্ষা কর, র-হুক্ গৌরব।
হে-র দীনে, হে-দীনেশ, হে-দীনবান্ধব॥

দ্বিতীয় প্রার্থনা।

কোথা ভবধব বিভো কোথা ভবধব।
তুমি তাত দয়াবান, চিরদিন বর্ত্তমান,
আমি হই কুসন্তান তব।
সুসন্তান কত কালে হব ?॥
আমি কুসন্তান হই, আমি কুসন্তান।
তুমি ত দয়ালু তাত, ভাল রূপে জানি তাত,
কৃপাময় তব অভিধান।
পদে পদে হয় সপ্রমাণ॥

থাকিতে জনক তুমি, থাকিতে জনক।
তব সন্তানের মনে, জ্বলিতেছে কি কারণে,
ক্ষণে ক্ষণে সন্তাপ-পাবক ?।
তুমি যে হে সন্তাপনাশক ॥

করুণানিধান তুমি, করুণানিধান।
এই মাত্র জানা আছে, দয়ালু পিতার কাছে,
সন্তানেরা সবাই সমান।
কুসন্তান কিম্বা সুসন্তান ॥

তব বিদ্যমানে তবে, তব বিদ্যমানে।
কুসন্তান হয়ে আমি, বল বল বিশ্বস্বামি !
এত কষ্ট পাই কি বিধানে।
কষ্ট দূর কর কৃপাদানে ॥

জানাব হে কত দুঃখ, জানাব হে কত।
থাকিতে জনক হেন, রই কেন হয়ে যেন
পিতৃহীন বালকের মত।
ভেবে তাই হই জ্ঞান-হত ॥

তুমি অবগত সব, তুমি অবগত।
দেখে কি দেখ না পিতঃ, কি সন্তাপে সন্তাপিত,
তোমার তনয় ক্রমাগত ?।
কবে হত হবে তাপ যত ? ॥

অপরাধী আমি বটে, অপরাধী আমি।
অপরাধী পদে পদে, হইতেছি তব পদে,
হইয়া কুপথে সদা গামী।
জান সব তুমি অন্তর্যামী॥

অপরাধ করি যত, অপরাধ করি।
তুমি সব ক্ষমা কর, অপরাধ কই ধর,
ধরিলে ত অমনি যে মরি।
কভু কি বিপদে তবে তরি?॥

অপার কৃপায় তব, অপার কৃপায়।
অপরাধ নাহি লও, অসহ্য যা তাও সও,
রক্ষা কর সকলে ধরায়।
ভাল মন্দ ভেদ নাই তায়॥

পতিতপাবন কোথা, পতিতপাবন।
পতিত-পাবন নাম, ধর সর্ব্বগুণ-ধাম!
কর এই পতিতে পাবন।
আর নাই পতিত এমন॥

সংসার সাগরে পড়ি, সংসার সাগরে।
যে দায়ে পতিত হই, কে বা আছে কারে কই,
তব কাছে কাঁদি হে অন্তরে।
জীবন সংশয় কলেবরে॥

দুর্দ্দশা আমার দেখ, দুর্দ্দশা আমার।
তোমার সন্তান হয়ে, কত দিন কষ্ট সয়ে,
হে জনক রহিব এবার ?।
ভেবে ভেবে অস্থি চর্ম্ম সার ॥
আমার আমায় বলে, আমার আমায়।
এমন ত আর নাই, বল কার্ কাছে যাই,
দুঃখ কে শুনিবে হায় হায়!
তাই দুঃখ জানাই তোমায় ॥
অনাথের নাথ তুমি, অনাথের নাথ।
থাকিয়া নিকটে তব, নাথ আমি কি হে রব,
এখনও হইয়া অনাথ।
আমি কি হে হব না সনাথ ? ॥
ভরসা তোমার করি, ভরসা তোমার।
তুমি সত্য প্রেম-পাত্র, তব ভরসায় মাত্র,
বেঁচে রয় জীবন আমার।
কে আছে ভরসা করি কার ? ॥
ভাল বই মন্দ তুমি, ভাল বই মন্দ।
করিবে না, কর নাই, সোজা নয় বুঝা তাই.
না বুঝিয়া হই নিরানন্দ।
বুঝিলেই হইব সানন্দ ॥

অদ্বিতীয় বাপ তুমি, অদ্বিতীয় বাপ।
সুবিচারে হয় যাহা, এখন কর হে তাহা,
জানালেম সন্তাপকলাপ।
অবশ্য ঘুচিবে মনস্তাপ॥

বঙ্গবাসিগণের প্রতি কোন স্বদেশানুরাগি বাঙ্গালির উক্তি।

প্রিয়তম বঙ্গবাসি, বন্ধু সমুদয়!
স্বদেশের প্রতি দৃষ্টি, কর এ সময়॥
স্বদেশের গৌরব উন্নতি করিবারে।
সকলেই যত্ন করে, যত দূর পারে॥
যে দেশে যে করিয়াছে, জন্ম পরিগ্রহ।
সে দেশের শিবতরে, প্রকাশে আগ্রহ॥
সে দেশের প্রতি তার, অনুরাগ অতি।
সদা ভাবে কিসে হবে, দেশের উন্নতি॥
অমরা নগরী সম, ভাবে সেই দেশ।
অন্তরে না থাকে আর, কিছু মাত্র দ্বেষ
মরুভূমি যদি হয়, দেশ আপনার।
স্বভাব স্বশোভা তথা, না করে প্রচার॥

তবু স্বদেশের প্রতি, মায়া অতিশয়।
ইহার দৃষ্টান্ত স্থল, বিরল ত নয়॥
বঙ্গদেশে জন্মিয়াছ, ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
বাঙ্গালী বলিয়া খ্যাত, হয়েছ ধরায়॥
ভাগ্যগুণে পাইয়াছ, দেশ রমণীয়।
স্বদেশী থাকুক্ দূরে, বিদেশিরো প্রিয়॥
আপনি প্রকৃতি সতী, সহাস্য বদনে।
হেরেন যে দেশ প্রতি, করুণা-নয়নে॥
যাঁর প্রতি বদান্যতা, দেখান্ অপার।
করেন অভাব যাঁর, সমূলে সংহার॥
নানা শস্য আভরণে, যাঁহাকে সাজান্।
নদ নদী কত যাঁকে, করেছেন দান॥
ফলে ফুলে যাঁর শোভা, সতত বাড়ান্।
মেদিনীতে উন্নত, করেন যাঁর মান॥
ষড় ঋতু সুনিয়মে, যথা বর্ত্তমান।
উর্ব্বরা ধরায় নাই, যাঁহার সমান॥
কত শত শত দেশ, পৃথিবী-ভিতরে।
যাঁর ঋণে বদ্ধ হয়, ওদনের তরে॥
যাঁহার উৎপন্ন দ্রব্য, পাবার আশায়।
সিন্ধু পার হয়ে লোক, আসে পায় পায়॥

দূরতর কত দেশ, স্থানে স্থানে আছে।
মণি মুক্তা কাঞ্চন, পাঠায় যাঁর কাছে॥
আহা! যাঁর স্বাভাবিক, সৌভাগ্য শ্রবণে।
মোহিত হইয়া থাকে, বিদেশীয়গণে॥
যাঁর উর্ব্বরতা করি, চিত্ত আকর্ষণ।
ভারতে ব্রিটিশগণে, করে আনয়ন॥
এমন উত্তম দেশে, তোমাদের ধাম।
এমন দেশের প্রতি, হইবে কি বাম? ॥
কত দিনে দূরে যাবে, তোমাদের ভ্রম।
তোমরা কি বাড়াবে না, স্বদেশ-সম্ভ্রম?
তোমরা কি দেখাবে না, স্বদেশানুরক্তি?
নাই কি দেশের প্রতি, কিছু মাত্র ভক্তি?
তোমাদের দেশকে, অপর নরগণ।
অমূল্য রতন বলি, ভাবিছে যখন॥
তখন স্বদেশ প্রতি, রতি অতিশয়।
তোমাদের না দেখান, উচিত কি হয়?
ভাবী কালে এদেশের কল্যাণ-নিকর।
তোমাদের উপরেই করিছে নির্ভর॥
তোমরা না হও যদি, অলস-স্বভাব।
তোমরা প্রকাশ যদি, বিদ্যার প্রভাব॥

কুসঙ্গে না থাক যদি, কুক্রিয়া না কর।
পরস্পর প্রতি দ্বেষ, যদি পরিহর॥
তবে ত সৌভাগ্য-শশী, হইবে উদয়।
দেশের দুর্ভাগ্য-তম, পাইবে বিলয়॥
যে সকল গুণে হয়, প্রকৃত মানব।
সে সকল পেতে যত্ন, কর ভাই সব॥
ধরাতলে যত লোক, দেখিবারে পাই।
মানব নামের যোগ্য, না হয় সবাই॥
কর পদ থাকিলেই, যদি নর হয়।
বানর-নিকর তবে, নর কেন নয়?॥
কহিতে পারিলে কথা, যদি হয় নর।
তবে কেন নর নয়, শুক পক্ষিবর?॥
স্থূল হলে যদি পায়, মানবের পদ।
মানব না হয় তবে, কেন বা দ্বিরদ?॥
সুন্দর হইলে যদি, নর নাম পায়।
শিখিকে কেন না তবে, নর বলা যায়?॥
যদি হয় মানব থাকিলে দেহে বল।
তিমি মীন নয় কেন, নর অবিকল?॥
নর যদি হয় লোক, হইলে ভীষণ।
শার্দ্দূল মানব তবে, নয় কি কারণ?॥

সঞ্চয়ী হলেই যদি, নর বল তাকে।
মনুজ না বল কেন, মধুমক্ষিকাকে ? ॥
নর যদি হয় গায়ে, দিলে যোড়া শাল।
মানব না হয় কেন, তবে মেষ-পাল ? ॥
রাজা হলে যদি হয়, মানব প্রধান।
পশুরাজ কেন বা, না পায় নরাখ্যান ? ॥
গোঁপ দাড়ি থাকিলেই, যদি নর হবে।
অজ কেন মানব না হতে পারে তবে ? ॥
ধন থাকিলেই যদি, নর বলি গণি।
তবে কেন নর নয়, মণিযুক্ত ফণী ? ॥
যত বড় যে হউক, ধরণী-ভিতরে।
স্বদেশানুরাগ যদি, না থাকে অন্তরে ॥
স্বদেশের দুর্দ্দশায়, কাতর না হয়।
মানুষ সে নয় কভু, মানুষ সে নয় ॥

—•—

প্রকৃত মানুষ।

বাল্যকালাবধি যার উত্তম স্বভাব।
কখন না হয় যার, সে ভাব অভাব ॥
কটু কথা নাহি জানে, মিষ্ট কথা কয় ;
ছলনা না জানে যেবা, সরলহৃদয় ॥

সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, সকল সময়।
মিথ্যা কথা সহ যার, না থাকে প্রণয়॥
সকলের তুষ্টিকর, যার ব্যবহার।
প্রকৃত মানুষ সেই, মানুষ কে আর?॥

পরের সামগ্রী যেবা, কখন না হরে।
পরমেশে ভয় করি, সর্ব্ব কর্ম্ম করে॥
ধর্ম্ম-বোধ সদা জাগে, যাহার অন্তরে।
কখন না জরে যেবা, হিংসারূপ জ্বরে॥
পরনিন্দা কথা নাই, যার রসনায়।
পরনিন্দা কভু যেবা, শুনিতে না চায়॥
অবিরত পরে যেবা, নম্রতার হার।
প্রকৃত মানুষ সেই, মানুষ কে আর?॥

নানা বিদ্যা-বিশারদ, হইয়া যে জন।
সদা করে পরের মঙ্গল অন্বেষণ॥
উচ্চ পদ পেলে যে, না করে অত্যাচার।
সে কর্ম্ম না করে, যাতে পর অপকার॥
আপনার ইষ্টানিষ্ট, যে ভাবেতে ভাবে।
ইষ্টানিষ্ট অন্যের যে, ভাবে সেই ভাবে॥

স্বদেশের প্রতি সদা, অনুরক্তি যার।
প্রকৃত মানুষ সেই, মানুষ কে আর? ॥

স্থিরপ্রতিজ্ঞতা যার, আছে অনুক্ষণ।
যত্ন, পরিশ্রম, ধৈর্য্য, যাহার ভূষণ ॥
কুবিদ্যা কখন যেবা, না করে অভ্যাস।
কুজনের সঙ্গে যেবা, নাহি করে বাস ॥
ধর্ম্ম-পথে থেকে যেবা, করে ধনার্জ্জন।
কোন মতে দয়াকে, না দেয় বিসর্জ্জন ॥
পরের মঙ্গলে যার, আনন্দ অপার।
প্রকৃত মানুষ সেই, মানুষ কে আর? ॥

যাহার অন্তরে নাই, লোভের সঞ্চার।
প্রকাশ না করে যেবা, কভু অহঙ্কার ॥
আপন অবস্থা প্রতি, সদা যে সন্তুষ্ট।
হীনাবস্থ হলেও যে, নাহি হয় রুষ্ট ॥
ঈশ্বরের প্রতি যেবা, না প্রকাশে কোপ
ঈশ্বরের প্রতি যে, না করে দোষারোপ ॥
ঈশ্বর-উপরে সদা, নির্ভর যাহার।
প্রকৃত মানুষ সেই, মানুষ কে আর? ॥

হায় হায় ঈশ্বর-প্রদত্ত, বুদ্ধি জ্ঞান।
হারাতে না চায় যেবা, করি সুরাপান॥
কুলটা ললনালয়ে, যে না করে গতি।
যার পক্ষে ব্যভিচার, ঘৃণাকর অতি॥
পরের কুপরামর্শ, নাহি শুনে যেবা।
তোষামোদ করি যে না করে পরসেবা॥
এরূপ বিবিধ গুণ, থাকে মাত্র যার।
প্রকৃত মানুষ সেই, মানুষ কে আর?॥

উত্তম লোক।

বিদ্যা আছে আর ধরে, সুস্বভাব যেবা।
তাঁরে বলি উত্তম, উত্তম আর কেবা॥
তিনি হন সমাজের, শোভার আধার।
মানব নামের যোগ্য, মানবের সার॥
সফল জীবন তাঁর, সফল জীবন।
অমূল্য রতন তিনি, অমূল্য রতন॥
তারামণ্ডলীর মাঝে, সুধাংশু যেমন।
আকাশে সুচারু শোভা, করে উদ্দীপন॥
নরমণ্ডলীতে হন, তিনিও সেরূপ।
দিবানিশি সমভাব, না হন বিরূপ॥

তাঁর গুণ-ফুল সদা, থাকে বিকসিত।
যশ বাসে চারি দিক, করে আমোদিত।
শিবদ ব্যাপারে তিনি, রত অনুক্ষণ।
পর উপকার রূপ, ব্রত-পরায়ণ॥
দেশের গৌরব তিনি, করেন উন্নত।
আত্মীয় বান্ধবগণে, তোষেন নিয়ত॥
না থাকে কাহারো সহ, বাদ বিসম্বাদ।
কখনো না করে কেহ, তাঁর নিন্দাবাদ॥
যে মাতা তাঁহাকে গর্ব্ভে, করেন ধারণ।
রত্নগর্ব্ভা তাঁহাকেই, বলে সর্ব্বজন॥
দেখনা ধরণীতলে, জন্মে যত নর।
সময়ে সবাই মরে, নহে ত অমর॥
ক্রমশঃ সবার নাম, পেয়ে যায় লয়।
অন্য দূরে থাক ভুলে, স্বজন নিচয়॥
তাঁহার নাশক হতে, শমন না পারে।
ফলতঃ অমর তিনি, হন এ সংসারে॥
কালের করাল গ্রাসে, হলেও পতিত।
তাঁর দ্বারা চিরকাল, হিত সম্পাদিত॥

মধ্যম লোক।

কিছু বিদ্যা নাই কিন্তু, সুস্বভাব যার।
মধ্যম তাহাকে বলা, নহে অবিচার॥
বিদ্যাভাবে যদিও, বিশেষ উপকার।
করিবার সাধ্য আহা, না থাকে তাহার॥
তথাপি প্রার্থনা করে, পরের মঙ্গল।
পরদুঃখ হেরিলেই, নেত্রে ঝরে জল॥
তাহা হতে যদি হয়, অনিষ্ট ঘটন।
অনভিজ্ঞতাই মাত্র, তাহার কারণ॥
অনভিজ্ঞতায় যদি, ঘটায় অহিত।
তাহাতে বিশেষ দোষী, ভাবা অনুচিত॥
পরানিষ্ট করিবার, নাই অভিলাষ।
মানসে না ভাবে সেই, পর সর্ব্বনাশ॥
অতএব সূক্ষ্মরূপে, ভাবা যদি যায়।
বিদ্বান দুরাত্মা চেয়ে, ভাল বলি তায়॥

অধম লোক।

বিদ্যা যার নাই, কিন্তু অতি দুষ্টমতি।
মানবসমাজে হয়, সে অধম অতি॥

তাহা হতে লোকের, অনিষ্ট ঘটে বটে।
কিন্তু অতি দুর্ব্বুদ্ধি, না আসে তার ঘটে॥
কুকর্ম্ম করিতে বড়, সাহসী না হয়।
কুকর্ম্ম করিতে গেলে, পায় মহাভয়॥
ভাল না পাতিতে পারে, ছলনার জাল।
কাজেই ঘটাতে নারে, অধিক জঞ্জাল॥
বাহিরের ভাবে তার, অন্তরের ভাব।
লোকালয়ে অনেকের, হয় অনুভাব॥
তার কাছে লোকে হতে পারে সাবধান।
তাহা হতে ঘটে তাই, অল্প অকল্যাণ॥
বিদ্বান দুরাত্মা মত, কৌশল না জানে।
কুক্রিয়াতে তাই সেই, পরাজয় মানে॥

অধমাধম লোক।

বিদ্যা আছে যাহার স্বভাব ভাল নেই।
ধরায় অধমাধম, নিতান্তই সেই॥
ভালরূপে জানে সেই, করিতে ছলনা।
আপনিই করে কত, কুকর্ম্ম কল্পনা॥

যেমন স্বভাব তার, ক্ষমতা তেমন।
মন্দকারী নাই আর, তাহার মতন॥
ব্যবহার এমনি সে, করে যথা তথা।
কার্ সাধ্য বুঝে তার, অন্তরের কথা॥
বদনে অমৃত ক্ষরে, প্রিয় কথা কয়।
অন্তর তাহার মাত্র, বিষের আলয়॥
সহজে কে হতে পারে, তার প্রতিবাদী ?।
মিথ্যা কথা কয় যেন, কত সত্যবাদী॥
চুরি করে আবার সাধুর বাস পরে।
এমনি ভাবেতে চলে, কার্ সাধ্য ধরে॥
লম্পট হলেও তবু, যেন জিতেন্দ্রিয়।
যার মন্দ করে তারি হতে পারে প্রিয়॥
বুদ্ধি মন আদি করি, বিপরীত তার।
কৌশলে কুকর্ম্ম কত, করে অনিবার॥
একেবারে লোপ পায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান।
পরমেশে অবিশ্বাস, করে সে অজ্ঞান॥
তাহা হতে সমাজের অপকার যত।
মূর্খ দুরাত্মার দ্বারা, নাহি হয় তত॥

ছাত্রগণের প্রতি শিক্ষকের উপদেশ।

উত্তম স্বভাব আর, বিদ্যা প্রয়োজন।
এই দুই থাকে যার, উত্তম সে জন ॥
অতএব এই বেলা, হও সাবধান।
যত্ন কর পালিবারে, যাহা সুবিধান ॥
বিদ্যা আলোচনা সহ, সুরীতি ধরিবে।
কুরীতি তরুর তলা, বর্জ্জন করিবে ॥
কুরীতি তরুতে ফলে, কেবল কুফল।
ফলে সেই ফল ভোগে, ঘটে অমঙ্গল ॥
দেখিতে সুন্দর বটে, সে ফল নিচয়।
ভিতরেতে বিষ থাকে, সব বিষময় ॥
ফলের বাহ্যিক ভাব, করি বিলোকন।
অনেকের নাহি হয়, লোভ সম্বরণ ॥
লোভে পড়ি অনায়াসে, করে ফলাহার।
পেয়ে থাকে তাহাতে অসুখ রূপ তার ॥
সুখ দুঃখ যত হয়, বার্দ্ধক্য যৌবনে।
বাল্য কাল মূল তার, বলে বুধগণে ॥
স্বভাব না ভাল হলে, চিরকাল দুখ।
স্বভাব হইলে ভাল, চিরকাল সুখ ॥

সুস্বভাব কুস্বভাব, এখন যা হবে।
সে স্বভাব চিরকাল, দৃঢ়ভাবে রবে ॥
তোমাদের এখন কোমল কলেবর।
এখন কোমল মন, কোমল অন্তর ॥
আম ঘট কুম্ভ হবে, নির্ম্মিত যেমন।
ক্রমাগত অবিকল, থাকিবে তেমন ॥
এখন তোমরা যদি, মিথ্যা কথা কবে।
চিরকাল মিথ্যাবাদী, হবে এই ভবে ॥
এ সময় যদি লও, সত্য কথাশ্রয়।
চিরকাল সত্যবাদী, হইবে নিশ্চয় ॥
এ সময় যদি কর, পরস্ব হরণ।
প্রকৃত তস্কর হবে, যাবত জীবন ॥
সাধু হতে চেষ্টা যদি, কর এ সময়।
চিরকাল সাধু হবে, কি আছে সংশয় ॥
এ সময় যদি শিখ, করিবারে ছল।
চিরকাল হবে তবে, কপট প্রবল ॥
এ সময় যদি হও, সরল হৃদয়।
সরল হইবে তবে, সকল সময় ॥
এ সময় যদি কর, হিংসা আর দ্বেষ।
চিরকাল হবে তবে, হিংস্রকের শেষ ॥

এ সময় যদি কর, হিংসা বিসর্জ্জন।
অহিংস্রক হয়ে তবে, রবে অনুক্ষণ ॥
এখন না কর যদি, লোভ সম্বরণ।
চিরকাল লোভী তবে, হবে বিলক্ষণ ॥
লোভরূপ অহি যদি, না কর পালন।
কখন সে পারিবে না, করিতে দংশন ॥
এখন অন্তরে হলে, দয়ার সঞ্চার।
চিরকাল তোমরা হইবে দয়াধার ॥
এ সময় যদি ধর, নির্দ্দয়ের ভাব।
চিরকাল অন্তরে থাকিবে দয়াভাব ॥
এ সময় যদি কর, কুকথা ব্যাভার।
চিরকাল কুকথাই কবে অনিবার ॥
এ সময় মুখে যদি, বল সুবচন।
সদা সুবচন হবে, রসনা-ভূষণ ॥
এখন না রাখ যদি, মানির সম্মান।
চিরকাল লোকের করিবে অপমান ॥
এ সময় যদি রাখ, গুরুজন-মান।
চিরকাল শিষ্টভাব, হবে সপ্রমাণ ॥
এইরূপ ভাল মন্দ, যেরূপ অভ্যাস।
এ-সময় তোমাদের পাইবে প্রকাশ ॥

চিরকাল সেইরূপ, হইবে স্বভাব।
কিছুতে হবে না আর, সে ভাব অভাব॥
তাই বলি কুস্বভাব, আগে পরিহর।
কুরীতি করিয়া দূর, বিদ্যা পূজা কর॥
উত্তম মধ্যমাধম, বিবিধ বসন।
তোমাদের সম্মুখে, করিয়া আনয়ন॥
তোমাদিগে যদি কেহ, করেন আদেশ।
যাহা ইচ্ছা তাহা লহ, বুঝিয়া বিশেষ॥
যে বসন মনোনীত, করিবে যে জন।
সে বসন সে পাইবে, যত প্রয়োজন॥
তাহা পরি চিরকাল, কাটাইতে হবে।
বিনিময় করিবার, উপায় না রবে॥
তোমরা উত্তম যাহা, করিবে গ্রহণ।
নিকৃষ্ট বসন প্রতি, টলিবে না মন॥
তোমাদের মধ্যে কেহ, না রবে এমন।
ভাল ত্যজি মন্দ বাসে, করিবে যতন॥
তবে কেন কুরীতি না করিবে বর্জ্জন?।
তবে কেন সুরীতি না করিবে ধারণ?॥
তোমরা এখন হও, নিতান্ত অজ্ঞান।
এখন ত জন্মে নাই হিতাহিত জ্ঞান॥

গুরু-উপদেশে সদা, মন দিলে তবে।
ভবিষ্যৎ মঙ্গলের, সূত্রপাত হবে॥
গুরু-উপদেশে সদা কর কর্ণপাত।
তোমাদের জীবনের এই ত প্রভাত॥
সুতরুণ জ্ঞানারুণ, হতেছে উদয়।
অজ্ঞানতা তম ক্রমে, পেতেছে বিলয়॥
সাবধান, দেখো দেখো, দুর্ম্মতি জলদ।
বালার্কে না ঢাকে যেন, ঘটাতে বিপদ॥
আলস্য বিষম অরি, তোমাদের আছে।
আসিতে না দিও তারে, তোমাদের কাছে
সে যদি করিয়া বল, কাছে এসে বসে।
চিরকাল থাকিতে হইবে তার বশে॥
ভীষণ অনিষ্টকারী নাই তার মত।
একেবারে নষ্ট করে, ভাবী শিব যত॥
তোমাদের কাছে কাছে, করিছে ভ্রমণ।
ছদ্ম বেশে করিছে, সুযোগ অন্বেষণ॥
সতর্ক হইয়া সবে, থাক অনুক্ষণ।
অন্যমনা হলেই, করিবে আক্রমণ॥
তোমাদের মহামূল্য সময় রতন।
এখনি সে অনায়াসে, করিবে হরণ॥

ছাত্রগণের প্রতি শিক্ষকের উপদেশ।

শ্রম-ঋষ্যমূক গিরি, করিলে আশ্রয়।
আলস্য বালির ভয়, রবে না নিশ্চয়॥
কোন মতে উপদেশে, না করিয়া হেলা।
পরিশ্রম-পরায়ণ, হও এই বেলা॥
পরিশ্রম তোমাদের পরম বান্ধব।
পরিশ্রম হতে হয়, রতন উদ্ভব॥
যে দেশেতে যে বিষয়ে, বড় হয় নর।
ভেবে দেখ পরিশ্রম, তাহার আকর॥
ধরাতলে হয়েছেন, যাঁরা বড় অতি।
যশের মন্দিরে আজো, করেন বসতি॥
যথা তথা শুনা যায়, যাঁহাদের নাম।
হইয়াছিলেন যাঁরা, নানা গুণধাম॥
পরিশ্রম সহকারে, পেয়ে তাঁরা বল।
সকলেই হয়েছেন, দৃষ্টান্তের স্থল॥
দেখ তাঁরা না হতেন, পরিশ্রমী যদি।
প্রবাহিত হইত না, গৌরবের নদী॥
মহীতে যে কিছু আছে. সুখের ব্যাপার।
অবিরাম পরিশ্রম তার মূলাধার॥
সুচারু উদ্যান আর, সুচারু সদন।
সুচারু বসন আর, সুচারু ভূষণ॥

সুচারু পর্য্যঙ্ক আর, সুচারু আসন।
সুচারু সিন্দুক আর, সুচারু বাসন॥
ব্যবহার্য্য ভোগ্য ভক্ষ্য, দ্রব্য সমুদয়।
পরিশ্রম বিনা দেখ, কিছুই না হয়।
পরিশ্রম সমাজের, গৌরব বাড়ায়॥
পরিশ্রম রাখে মাত্র, সমাজ-বজায়॥
পরিশ্রম নানা শস্য, উৎপন্ন করায়।
পরিশ্রম অভাব, বিনাশে পায় পায়॥
পরিশ্রম বাণিজ্যের, করে সমুন্নতি।
পরিশ্রম সভ্যতার, সহকারী অতি॥
জগতে যে শিল্পবিদ্যা, হতেছে প্রকাশ
পরিশ্রম ব্যতীত, থাকিত অপ্রকাশ॥
পরিশ্রম বাড়াইয়া, শিল্পবিদ্যাবল।
অনায়াসে সিদ্ধ সদা, করিছে সকল॥
যে বিষয়ে শিল্পবিদ্যা, কৃতকার্য্য হয়।
পরিশ্রম তাতে কিছু, অবসর লয়॥
শিল্পবিদ্যাকেই দিয়া, সে কর্ম্মের ভার
পূর্ব্বমত তাহাতে, না দেয় সহকার॥
সংসারে অমূল্য ধন, পরিশ্রম ধন।
এ-ধনের তুল্য নয়, রজত কাঞ্চন॥

প্রবেশিছ ভবহাটে, তোমরা সবাই।
ঈশ্বরের নিয়মে, অভাব কিছু নাই॥
যাতে যার অভিরুচি, পেতে পার তাই।
যথোচিত উপযোগী মূল্য কিন্তু চাই॥
সঙ্গে করি লও সবে, সম্বল এমন।
যা চাবে তা পাবে তাতে, মনের মতন॥
যাহা ইচ্ছা যাহাতে করিতে পার ক্রয়।
পরিশ্রম হয় মাত্র, সে ধন অক্ষয়॥
পরিশ্রম বিনিময়ে, যা ইচ্ছা তা পাবে।
ব্যয়ে আরো বাড়ে তাহা, ক্ষয় ত না যাবে
ব্যয়ে পরিশ্রম ধন, বাড়ে অতিশয়।
তা বলিয়া কখনো করো না অপব্যয়॥
অপব্যয়ে আবার বিপদ ঘটে তায়।
পরিশ্রম ধনাকর স্বাস্থ্য লয় পায়॥
অতএব সদা শুনি, যুক্তির বচন।
সাবধানে চল সবে, যখন তখন॥
ভাল যদি না বাসিবে পরিশ্রম ধনে।
বিদ্যার বিমল ভাতি, পাইবে কেমনে॥?
প্রিয়তম ছাত্রবৃন্দ! যত্নবান হও।
সকল বিষয়ে যত্নে, সঙ্গে করি লও॥

যত্ন বিনা রত্ন লাভ, কোথা হয় কার ?।
যত্ন ত সামান্য নয়, রত্নের আধার॥
এই বেলা কর কর, ধৈর্য্যাবলম্বন।
ধৈর্য্য দ্বারা সমুদায় ক্লেশ নিবারণ॥
অসাধ্য সাধন হয়, ধৈর্য্যের প্রভাবে।
ধৈর্য্য ধরি যা চাহিবে, তাহাই ত পাবে
ধৈর্য্য-বল মহাবল, বলে বুধগণ।
ধৈর্য্য বিনা হয় কই, বিদ্যানুশীলন॥
সহজে না সিদ্ধ হয়, উত্তম বিষয়।
মন্দ যাহা সিদ্ধ তাহা, অনায়াসে হয়॥
নীরোগ শরীরে রোগ, অনাসে উদয়।
রোগ উপশম করা, সহজ ত নয়॥
অনায়াসে হতে পারে, বিপদে পতন।
অতি সুকঠিন করা, বিপদ বারণ॥
ধর্ম্মপথে যেতে হলে, কষ্ট আছে কত।
পাপ পথে গতি করা, সহজ সতত॥
অতিশয় ক্লেশকর, অর্থ উপার্জ্জন।
অপব্যয় করা তাহা, সহজ কেমন ?॥
অতি সুকঠিন হয়, সুস্বভাব ধরা।
সহজ ত কুস্বভাব,-পরিধান পরা॥

বিদ্যা উপার্জ্জন করা, সুস্বভাব সহ।
কতই কঠিন তাহা, ভাব অনুগ্রহ॥
বিদ্যা শিক্ষা করিবার, কত আয়োজন।
একেবারে দিতে হয়, দেহ মন ধন॥
মূর্খ হতে কষ্ট নাই, সহজ ব্যাপার।
ভাবনা না থাকে কিছু, বিদ্যা শিখিবার॥
বিদ্যাহীন হতে গেলে, মূলে ব্যয় নাই।
পরিশ্রম যত্ন ধন, কিছুই না চাই॥
বিদ্যাশূন্য হতে পারা, সহজ বিষয়।
আপাতত তাতে কোন কষ্ট নাহি রয়॥
তা বলিয়া তোমরা হোও না বিদ্যাহীন।
বিদ্যাহীন হলে দুঃখে যাবে চির দিন॥
আপাতত কষ্ট নাই, দু দিনের তরে।
চিরকাল কষ্ট হবে, ধরণী ভিতরে॥
বিদ্যা-অনুশীলনেই, প্রিয় ছাত্র যত।
মানসিক শারীরিক কষ্ট ঘটে কত।
কষ্টতরে বিদ্যা প্রতি হোওনা বিমুখ।
আপাতত কষ্ট বটে, চিরকাল সুখ॥
অল্পকাল করিলেই, কিছু কষ্ট ভোগ।
পেতে পার চিরসুখ, পাবার সুযোগ॥

তবে যে না চায় কষ্ট, করিতে স্বীকার।
নিতান্ত অজ্ঞান সেই, অজ্ঞান কে আর ? ॥
যদি বল "কষ্ট কেন, স্বীকার করিব।
অল্প সময়ের মধ্যে, হয় ত মরিব ॥
তাই ত য দিন বাঁচি, সুখেতে কাটাই।
বৃথা কষ্ট করিবার, প্রয়োজন নাই ॥"
এ কথা অসার কথা, নিশ্চয় জানিবে।
কেহ অবগত নও, ক দিন বাঁচিবে ॥
হতে পারে অদ্যই, হইতে পার শব।
বহু দিন বাঁচাও ত, নহে অসম্ভব ॥
ভীম কাল-করে কালী, হইবে পতিত।
এ কথা তোমরা যদি, জানিতে নিশ্চিত ॥
বিদ্যা জন্য কেন তবে সহিবে যন্ত্রণা ?।
বিদ্যা চর্চ্চা করিতে না দিতাম মন্ত্রণা ॥
তোমরা যদ্যপি বেঁচে থাক বহুকাল।
বিদ্যাভাবে কষ্ট সবে, ঘটিবে জঞ্জাল ॥
অতএব মনে ভাবি, অজর অমর।
বিদ্যা-চিন্তা কেবল করিবে নিরন্তর ॥
কষ্ট না করিলে পরে, সুখ কি জন্মায়।
বিনা কষ্টে মহীতলে, সুখ কেবা পায় ॥

তাহার প্রমাণ আছে হাজার হাজার॥
ক্রমে কত অবগত, হবে বার বার॥
স্নান করিবারে লোক, গিয়া শীতকালে।
ঘাটে দাঁড়াইয়া ভাবে, হাত দিয়া গালে॥
কেমনে করিব স্নান, মনে মনে বলে।
একবার জলে নামে, পুনঃ উঠে স্থলে॥
এইরূপ বার বার, কত বার করে।
অবশেষে নীরে নামে, সভয় অন্তরে॥
কলেবর স্নাত করি, শীরে ঢালে জল।
আর ত শীতের ভয়, থাকে না প্রবল॥
অবিলম্বে একেবারে দূরে যায় শীত।
স্নানের ভাবনা যত, হয় তিরোহিত॥
স্নানে করে শারীরিক সুস্থতা প্রসব।
অবিরাম আরাম, কেবল অনুভব॥
ক্ষণকাল কষ্টভোগে, কত সুখোন্নত।
অতএব কষ্টভয় করা অসঙ্গত॥
কষ্টের ভাবনা কিছু, না ভাবিয়া মনে।
একেবারে রত রও, বিদ্যা অধ্যয়নে॥
ভাবী সুখ মনে মনে, কর আন্দোলন।
তাহা হলে কষ্টবোধ, হবে না কখন॥

যত কষ্ট ভাবিতেছ, তত কিছু নয়।
প্রথমে কিঞ্চিৎ ক্লেশ, ক্রমে সুখোদয়॥
সুস্বভাব, যত্ন, ধৈর্য্য, আর পরিশ্রম।
এই চারি সঙ্গে করি, বিদ্যাপথে ভ্রম॥
অবশ্য পাইবে বিদ্যা, না হবে বঞ্চিত।
যশ, মান, সুখ, ধন, পাবে যথোচিত॥
বিদ্যাপথে নানা রূপ, বিঘ্ন সমুদয়।
একে একে অনাসে, করিবে পরাজয়॥
কিছুতেই কখনই, পাইবে না ভয়।
এক মনে চলে যাবে, অরি করি ক্ষয়॥
অনেকের বিদ্যাপথে, আসে অসঙ্গতি।
বিদ্যাপথ রোধ করে, হয়ে বলবতী॥
তোমাদের যার পথ, সে করিবে রোধ।
অবশ্য অমনি দিবে, তার প্রতিশোধ॥
কৃপাময় লোকদের, করুণা-কৃপাণ।
লয়ে তারে বিনাশিবে, ত্যজি অভিমান॥
বিঘ্ন পরাজয় করি, চলে যাবে যত।
বিঘ্ন জয় করিবার, শক্তি পাবে তত॥
তোমাদের সকলের সমাবস্থা নয়।
উত্তম মধ্যমাধম, তিন রূপ হয়॥

যাদের অবস্থা হয়, উত্তম মধ্যম।
বিদ্যা শিখিবার আছে, তাহাদের ক্রম ॥
শুনিব না তাহাদের, কোন অভিযোগ।
মেলে কি তাদের মত, সবার সুযোগ ? ॥
তোমাদের মধ্যে হয়, দুরবস্থ যারা।
বিশেষত যত্ন শীল, হউক তাহারা ॥
আপন অবস্থা তারা, করুক উন্নত।
স্থির-প্রতিজ্ঞতা-বাস, পরুক নিয়ত ॥
অবশ্য করুক তারা, অন্যকে সহায় ॥
অবশ্য শিখুক বিদ্যা, নিন্দা নাই তায়।
বিদ্যানুশীলন করা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়।
স্ব অবস্থা উন্নতির, বিশেষ উপায় ॥
নিরাহারে নীরাহারে, কত শত জন।
কালে কালে করিয়াছে, বিদ্যা উপার্জ্জন ॥
আপনি হয়েছে বড়, আত্ম ক্ষমতায়।
উন্নত করেছে ক্রমে, আত্ম অবস্থায় ॥
অতি হীনাবস্থ থেকে, শৈশব সময়ে।
অতি উচ্চ আসন, পেয়েছে লোকালয়ে ॥
বড় বড় লোকের জীবন বিবরণ।
পাঠ করিলেই জ্ঞাত, হবে বিলক্ষণ ॥

তাহাদের অনেকেরি দুরবস্থা ছিল।
অধ্যবসায়েই তাহা, উন্নত করিল॥
এমন কি, ভিক্ষাজীবী, হয়ে কত লোক।
পেয়েছে, সুদৃঢ় যত্নে, বিদ্যার আলোক॥
যার যে অবস্থা হোক্, তায় নাই ক্ষতি।
ক্রমাগত থাকে যদি, বিদ্যা প্রতি রতি॥
ক্রমে দিন যাইতেছে, হোওনা নিদ্রিত।
জাগ্রত থাকিয়া সদা, হও চেষ্টান্বিত॥
দৃঢ় যত্নে হতে পারে, অসাধ্য সাধন।
দৃঢ় যত্নে নাহি হয়, কি আছে এমন॥
নরুণে বৃহৎ বৃক্ষ, হতে পারে ছেদ।
বিন্দু বিন্দু বারি পাতে, শিলা করে ভেদ
সরোবর হতে পারে, গণ্ডূষে সেচন।
ক্রমাগত থাকে যদি, সুদৃঢ় যতন॥
মহীতে মানবে আগে, করিয়াছে যাহা।
অবশ্যই মানবে করিতে পারে তাহা॥
অক্ষম যে হয় ভবে, সে দোষ তাহার।
জগদীশ না করেন, কভু অবিচার॥
তোমাদিগে দিলে পরে, নিরূপিত পাঠ।
অসন্তোষ প্রকাশো, করিয়া নানা ঠাট॥

"পারি না" বলিয়া বসো, অমনি তখন।
কাপুরুষ মত কর, বচন রচন॥
তোমরা এমনি হও, অলস-স্বভাব।
চেষ্টার অসাধ্য কিবা, না ভাব এভাব॥
সকল বিষয়ে যদি না হও সমান।
এক বিষয়েতে পারো হইতে প্রধান।
শিখিতে অক্ষম হও, এমনি কি আছে?।
কিবা আছে অসাধ্য, সযত্ন ছাত্র কাছে?॥
এই এক প্রভেদ, থাকিতে পারে তবে।
সম কালে সকলেই, সফল না হবে॥
যতকালে অন্যে শিক্ষা, করে যে বিষয়।
সেকালে শিখিতে যদি, অসাধ্যই হয়॥
হলো হলো অসাধ্য, তাহাতে কিবা হানি।
ক্ষান্ত না হলেই হলো, এই মাত্র জানি॥
শিখিতে পারিবে দিলে, দ্বিগুণ সময়।
দ্বিগুণে না হলে কর, চতুর্গুণ ব্যয়॥
চতুর্গুণ কাল ব্যয়ে, যদিও না পারো।
অষ্টগুণ কাল ব্যয়ে, সে বিষয় সারো॥
তাতেও না হয় যদি, বিরক্ত হোওনা।
একেবারে ক্ষান্ত হয়ে, কখন রোওনা॥

একমনে একধ্যানে, করি দৃঢ় পণ।
চেষ্টা কর সফল, না হও যতক্ষণ ॥
ধৈর্য্যশীল হয়ে যেবা, এরূপ করিবে।
বলনা সে কৃতকার্য্য, কেন না হইবে ? ॥
অতএব তোমাদিগে, বলি বার বার।
"পারি না" একথা মুখে বলিও না আর ॥
"পারি না" কথাটি আর, পারি না শুনিতে
লজ্জা বোধ হয় না কি, পারি না বলিতে ॥
" ও পারে পারি না আমি," একথাও কও
ও যেমন তোমরাও, তেমন কি নও ? ॥
অন্যের যা আছে তাকি তোমাদের নাই ? ।
তবে কেন পরাজিত, ভাবি আমি তাই ॥
যদি বল "ওর বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণতর।
তাই জয় লাভ ও যে, করে নিরন্তর ॥"
তোমাদের বুদ্ধি আছে, হইয়া মলিন।
কেন না মার্জ্জনা তাহা, কর দিন দিন ? ॥
একেবারে না হউক ক্রমে মার্জ্জনায়।
সময়ে হইবে সূক্ষ্ম, সন্দেহ কি তায় ? ॥
তোমাদের বুদ্ধি যদি, হয় অতি স্থূল।
অবশ্য স্থূলতা তার, হইবে নির্ম্মূল ॥

ক্রমাগত মার্জ্জনায়, শিলা ক্ষয় পায়।
স্থূলবুদ্ধি সূক্ষ্ম হবে, স্ব অধ্যবসায়॥
বুদ্ধিশক্তি অন্যের, করিয়া বিলোকন।
তোমরা আশ্চর্য্য হয়ে, থাক কি কারণ ?॥
তোমরাও বুদ্ধিশক্তি কর প্রকটন।
অন্যেরা আশ্চর্য্য হোক্, যখন তখন॥
অন্যকে প্রশংসা কর, তোমরা যখন।
তোমরা না হও কেন, প্রশংসা ভাজন?॥
যদি বল "দেখিয়াছি পরীক্ষা করিয়া।
ক্ষান্ত হয়ে আছি তাই, হতাশ হইয়া॥
বুদ্ধি সূক্ষ্ম করিতে করেছি যত্ন কত।
তবু বুদ্ধি স্থূলভাবে, আছে পূর্ব্বমত॥"
নয় নয় একথা স্বীকার্য্য কভু নয়।
তা হলে অবশ্য হতো, বুদ্ধি বিনিময়॥
দৃঢ় যত্ন করিলে সেরূপ না থাকিত।
নিদান্ কিঞ্চিৎ ফল, অবশ্য ফলিত॥
তোমরা না কর যদি, যত্ন সমুচিত।
স্থূলবুদ্ধি হবে তবে, কেমনে মার্জ্জিত?॥
যেরূপ করিবে যত্ন, হবে সেইরূপ।
অল্প যত্নে অধিকাশা, এ যে অপরূপ॥

মূল্য দিবে যেমন, তেমনি দ্রব্য পাবে।
এক কড়া ব্যয়েতে কি রাজভোগ খাবে ?॥
এক পাই দিলে কি, অমূল্য মণি পাও ?।
এক পাই ব্যয়ে কি বিলাতে যেতে চাও ?॥
অতএব যথোচিত, যত্ন যদি কর।
প্রাণপণে উচিত উপায় যদি ধর॥
তাহা হলে কখন না হবে নিরুপায়।
পরাজিত নাহি হবে, প্রতিযোগিতায়॥
ছাত্রগণ! দিন দিন, যত দিন গত।
তোমাদের সময়, বিগত হয় তত॥
সময় সুচারুরূপে, কর ব্যবহার।
সময়ের সহকার, চাই সবাকার॥
কেবা কি করিতে পারে, সময় ব্যতীত ?।
কিবা আছে সময়ের ক্ষমতা অতীত ?॥
ভাল মন্দ সমুদায়, সময়ে উদ্ভব।
পুনর্ব্বার সময়ে, বিনাশ পায় সব॥
তোমাদের সময়, যেতেছে ক্রমাগত।
বেগে ধায় বেগবতী, স্রোতস্বতী মত॥
ধরিয়া রাখিতে তারে, কারো নাই সাধ্য।
অনুরোধ নাহি রাখে, নয় কারো বাধ্য॥

যে সময় গত যাহা, হয় একবার।
সে সময় কখন না পাবে পুনর্ব্বার॥
ধরার সমূহ রত্ন, দিলে উপহার।
গত এক পল কাল, না পাইবে আর॥
অনুতাপ না করিয়া গত কাল তরে।
ভাবী সময়ের আশা, না রাখি অন্তরে॥
বর্ত্তমান কালোপরে, করিবে নির্ভর।
বর্ত্তমান কালে আছে, তোমাদের কর॥
যা ইচ্ছা করিতে তাহা, পারিবে এখন।
এই বেলা কর তবে, স্বকার্য্য সাধন॥
আজ যা করিতে চাও, কর এই বেলা।
"কল্য করা যাবে" বলি, করিও না হেলা॥
আলস্যের বশেতে কাটাও যে সময়।
সে সময় অবশ্যই, বৃথা হয় ব্যয়॥
আত্মহিতে পরহিতে, যে সময় ক্ষয়।
সে সময় কোন মতে, অপব্যয় নয়॥
রোমীয় সম্রাট এক, টাইটস নাম।
পর-উপকারী যিনি, বহুগুণধাম॥
পর-উপকারী যিনি, ছিলেন নিয়ত।
বিনা দানে যাঁর দিন, হয় নাই গত॥

আহা দৈবে, হয়ে তিনি, নানাকর্ম্মাধীন।
বিনা দানে কাটায়ে ছিলেন এক দিন॥
সন্ধ্যাকালে মনে তাঁর, হইল স্মরণ।
বিনা দানে এক দিন, হয়েছে যাপন॥
রোদন-বদনে বলিলেন ধরাস্বামী।
"আহা অদ্য এক দিন, হারালেম আমি॥"
অতএব সৎকর্ম্মে, যে দিন না যায়।
সে দিন ত দিন নয়, বৃথা বলি তায়॥
সময় ত ঈশ্বরের মহামূল্য দান।
এদানে অবজ্ঞা করা, না হয় বিধান॥
সময় করিতে ব্যয়, ব্যয়কুণ্ঠ হও।
সময়ের অপব্যয়, যেন নাহি সও॥
সময়-দাতার কাছে, আছ হয়ে দায়ী।
বুঝিয়া লবেন সব, কর্ম্ম-অনুযায়ী॥
"কি করিব" একথা বোল না কারো কাছে।
তোমাদের কর্ম্মের কি শেষ কভু আছে?॥
অলসস্বভাব যে বা, না লেখে না পড়ে।
সময় তাহার যেন, ঘাড়ে চেপে পড়ে॥
কি করি কাটাবে দিন, তাই ভেবে মরে।
হেলায় খেলায় গল্পে, কালক্ষয় করে॥

অধিক সময় তার, নিদ্রা-দেবী লন্।
মনে ভাবে মুখ্য কর্ম্ম, অশন শয়ন ॥
ছ মাসে ন মাসে সেই, বালারুণোদয়।
এক দিন দেখে কি না, তাতেও সংশয় ॥
রবির আরক্ত ছবি, না হতে প্রকাশ।
যখন কোকিল গায়, ললিত বিভাস ॥
প্রত্যূষেতে তোমরা, করিবে গাত্রোত্থান।
প্রফুল্ল হইবে হেরি, শোভিত বিমান ॥
সেবন করিবে সুখে, প্রভাতের বায়ু।
স্বাস্থ্যপ্রদায়ক তাহা, বৃদ্ধি করে আয়ু ॥
সুস্থ মনে ক্ষণকাল, করিয়া ভ্রমণ।
গৃহে এসে প্রাতঃক্রিয়া, কর সমাপন ॥
তদন্তর গ্রন্থ খুলি, পাঠে দিবে মন ॥
যত পার তত কর পাঠ অধ্যয়ন ॥
স্ব সদনে তোমরা থাকিবে যতক্ষণ।
যত্নে কর মা বাপের আদেশ পালন ॥
তোমাদের উপকারী, তাঁদের মতন।
পাবে না, পাবে না আর, করি অন্বেষণ ॥
তাঁদিগে সন্তোষ করা, তোমাদের কর্ম্ম।
তাঁদিগে সম্মান করা, তোমাদের ধর্ম্ম ॥

যাহাতে সঞ্চয় হবে, তোমাদের শর্ম্ম।
সদা তাই তাঁহাদের আদেশের মর্ম্ম॥
সদা তাঁরা তোমাদিগে, দেন উত্তেজনা।
বিরক্ত না হও, তাঁরা, করিলে তাড়না॥
অতীব তাড়না তাঁরা, করেন যখন।
তাড়না ত নয় তাহা, স্নেহের লক্ষণ॥
তোমাদের যখন দেখেন তাঁরা দোষ।
প্রকাশ করেন বটে, অবিলম্বে রোষ॥
সে রোষ ত কখনই আন্তরিক নয়।
সে রোষ বাহ্যিক মাত্র, দেখাইতে ভয়॥
তোমরা না শুন যদি, তাঁদের বচন।
তোমাদের হবে তাতে, অনিষ্ট ঘটন॥
করিবারে তোমাদের শিবানুসন্ধান।
কেবল করেন তাঁরা, পরামর্শ দান॥
তোমাদের সুখেতেই, তাঁহাদের সুখ।
তোমাদের দুখেতেই, তাঁহাদের দুখ॥
তাঁহারা দেখান সদা, যত ভালবাসা।
তত ভালবাসা নাই, কারো কাছে আশা।
এখন নির্ভর কর, তাঁদের উপরে।
তোমাদের তবে ত মঙ্গল হবে পরে॥

বুঝিতে অক্ষম হও, নিজ হিতাহিত।
তোমাদের গুরু আজ্ঞা পালাই উচিত ॥
ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি, কর সুব্যাভার।
কারো প্রতি কভু নাহি করো অত্যাচার ॥
প্রাতে নিরূপিত পাঠ, করি অধ্যয়ন।
সময়ে করিবে পরে, স্নানাদি ভোজন ॥
যাহার যে পাঠ্য পুথি, করিয়া গ্রহণ।
বিদ্যানিকেতনে সবে, করিবে গমন ॥
উচিত সময়ে তবে, গিয়া স্ব স্ব স্থানে।
শিক্ষককে পাঠ দিবে, বিহিত বিধানে ॥
বিদ্যামন্দিরের বিধি, করিবে পালন।
কখন না হও যেন, দণ্ডের ভাজন ॥
এমনি করিয়া পাঠ, অভ্যাস করিবে।
সকলে শুনিয়া যেন, বিস্ময় মানিবে ॥
প্রকাশিবে তোমরা, এমনি আচরণ।
দেখে যেন ভুলে যায়, শিক্ষকের মন ॥
পরস্পর কখনই, করো না বিবাদ।
বিবাদে কেবল জন্মে, অপার বিষাদ ॥
কটু কথা ব্যাভার করো না পরস্পর।
পরস্পর পরস্পরে, ভাবো সহোদর ॥

পরস্পর পরস্পরে, করিবে প্রণয়।
পরস্পর কখনো রেখো না অপ্রণয়॥
স্ব বয়স্য সমপাঠী বালক সহিত।
যদি হয় কাহারো বিরোধ উপস্থিত॥
অমনি মার্জ্জনা করি, পরস্পর দোষ।
অবশ্য করিবে ত্যাগ, পরস্পর রোষ॥
যাহাদের অবিরাম, শিষ্ট আচরণ।
নিয়ত করিয়া থাকে, তারাই এমন॥
যাহাদের স্বভাব অতীব নিন্দনীয়।
হয় না হবে না তারা, কভু কারো প্রিয়॥
তাহারাই অনায়াসে, স্ববয়স্য সহ।
যখন তখন করে, বিষম কলহ॥
হায় হায় তাদের এমনি নীচ মন।
দ্বন্দ্বের কথাটি করে নিয়ত স্মরণ॥
এক দিবসের দ্বন্দ্বে, চিরকাল তরে।
বাক্যালাপ আর নাহি রাখে পরস্পরে॥
এমনি ভাবেতে বসি, থাকে এক ঠাঁই।
পরস্পর যেন আর, চেনাচিনি নাই॥
যখন একত্র হয়, বিদ্যানুশীলন।
এক শিক্ষকের কাছে, পাঠ অধ্যয়ন॥

একত্রই যখন পরীক্ষা দিতে হয়।
তখন এরূপ করা, সমুচিত নয়॥
এইরূপ ব্যবহার, কোরে থাকে যারা।
অবশ্যই নীচ তারা, নীচ আর কারা ?॥
অপকার ভুলে গেলে, মহত্ত্ব প্রচার।
নীচ মনে অপকার, জাগে অনিবার॥
উপকার ভুলে গেলে, নীচত্ব প্রকাশ।
উপকার মহতের মনে করে বাস॥
অতএব তোমরা ভুলিবে অপকার।
দেখো যেন কখনো না ভুল উপকার॥
তোমাদের উপকারী, শিক্ষক যেমন।
কৃতজ্ঞতা প্রকাশিবে, তোমরা তেমন॥
অবিরত মনে রেখো, তাঁর উপদেশ।
তাঁর প্রতি কারো যেন, না থাকে বিদ্বেষ॥
করিবারে তোমাদের দোষ সংশোধন।
যখন করেন তিনি, উচিত শাসন॥
করিবারে তোমাদের হিত সম্পাদন।
বিধিমতে অনুযোগ, করেন যখন॥
বিদ্যামন্দিরের বিধি, না পালিলে পর।
নিয়মিত পাঠেতে করিলে অনাদর॥

না করিলে তাঁহার শিক্ষায় প্রণিধান।
যখন উচিত দণ্ড করেন বিধান॥
তখন তাঁহাকে কভু নাহি দিয়া দোষ।
আপনাদিগের প্রতি, প্রকাশিবে রোষ॥
রাগে নিজ নিজ দোষ, করিয়া শোধন।
ছাত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, করিবে সাধন॥
এপ্রকার রাগ যদি, তোমাদের ঘটে।
তবে জানি তোমাদের, রাগ আছে বটে॥
যে রাগেতে হয়ে পড়ে, স্বদোষ নির্ম্মূল।
যে রাগেতে মঙ্গল-ফলের ধরে ফুল॥
যে রাগে উন্নত হয়, মনের ক্ষমতা।
যে রাগে প্রসব করে, সরল সততা॥
যে রাগেতে পায় লোক, মানবের পদ।
যে রাগেতে দূর করে, মানসিক মদ॥
যে রাগেতে সাধুগুণে, করে বিভূষিত।
যে রাগে সুযশ-পদ্ম, হয় বিকশিত॥
যে রাগে বিবাদে লোক, ক্ষান্ত হতে পারে
যে রাগে করায় রত, পর-উপকারে॥
যে রাগেতে নষ্ট করে, দেশের অনিষ্ট।
যে রাগে দুষ্টকে করে, একেবারে শিষ্ট॥

যে রাগে চোরের ঘুচে চুরি করা রোগ।
যে রাগে লোকের মনে, ধর্ম্মের সংযোগ॥
যে রাগে বিদ্যার প্রতি, জন্মে অনুরাগ।
তারেই ত রাগ বলি, সেই রাগ, রাগ॥
নীচ নিন্দকের সঙ্গ, কর পরিহার।
নতুবা নিন্দক মত হবে ব্যবহার॥
জাতি-ভেদে বর্ণ-ভেদে, না হয় প্রধান।
রীতি ভাল থাকিলে, মহত্ত্ব সপ্রমাণ॥
দ্বিজ হয়ে মুচি হয়, কুরীতি প্রভাবে।
মুচি শুচি হতে পারে, উত্তম স্বভাবে॥
শুনিয়া সুবোধ ছাত্র, হও সাবধান।
কখন না উড়ে যেন, কলঙ্ক-নিশান॥
শিক্ষক পরম গুরু, জানিবে নিশ্চয়।
শিক্ষকের প্রতি রাখো, সমুচিত ভয়॥
কত উপকারী তিনি, তোমাদের হন।
তোমরা বুঝিতে ভাল, না পারো এখন॥
বড় হলে বুঝিতে পারিবে তবে সব।
তাঁর কৃত উপকার, হবে অনুভব॥
বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি, যাঁর যাঁর কাছে।
তাঁহাদের নাম সদা, মনে গাঁথা আছে॥

তাঁহাদের কৃত হিত, করিতেছি ভোগ।
নাশ করেছেন তাঁরা, মানসের রোগ॥
তাঁহাদের দ্বারা আহা, উপকার যত।
আগে কভু হই নাই, এত অবগত॥
তাঁহাদের কৃপাতেই, আমরা নিশ্চিত;
হইয়াছি শিক্ষকের পদে নিয়োজিত॥
আমাদিগে বিদ্যা তাঁরা, করিতে প্রদান;
যে প্রকার হইয়াছিলেন যত্নবান্॥
আমরাও তোমাদের শিক্ষার কারণ।
প্রাণপণে করিতেছি, তাদৃশ যতন

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশার্থি ছাত্রগণ!।
তোমাদিগে কিছু আমি, বলিব এখন॥
ক্রমে তোমাদের দিন, হয়ে এলো শেষ।
এই বেলা কর সবে, যতন বিশেষ॥
এখন তোমরা যদি, নিদ্রাগত রবে।
তবে আর তোমাদের উপায় কি হবে?॥
এই বেলা সকলেই কর প্রাণপণ।
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা, শরীর পাতন॥"

এই বেলা দিবানিশি, কর অধ্যয়ন।
এই বেলা পরিশ্রম, কর অনুক্ষণ॥
এই বেলা নিদ্রাহার, করি পরিহার।
একেবারে কর সবে, আশার সুসার॥
এই বেলা মনে ভাবি, অজর অমর।
পাঠাভ্যাসে সময় কাটাও নিরন্তর॥
আমাদের প্রাণাধিক, তোমরা সবাই।
তোমাদিগে শিক্ষা দিতে, ত্রুটি করি নাই॥
তোমাদিগে অনিবার সহকার দানে।
পরিশ্রম করিয়াছি, বিহিত বিধানে॥
আমরাই তোমাদের মঙ্গলাভিলাষী।
তোমাদিগে প্রাণের অধিক ভালবাসি॥
দিবানিশি আমাদের প্রার্থনা কেবল।
জগদীশ তোমাদের করুন মঙ্গল॥
তোমাদের ভাবনাই, জাগিছে অন্তরে।
নিশিতে না নিদ্রা হয়, তোমাদের তরে॥
বিদ্যালয়ে গৃহে কিম্বা, যেখানেতে রই।
আমরা কেবল তোমাদেরি কথা কই॥
সকলেই কৃতকার্য্য হও পরীক্ষায়।
কেহ যেন প্রবঞ্চিত, না হও আশায়॥

তোমাদের প্রতি এত স্নেহের কারণ।
কৃতজ্ঞ হইয়া যদি, থাক ছাত্রগণ! ॥
কৃতজ্ঞতা দেখাতে, সযত্ন যদি রও।
শ্রম করি পরীক্ষায়, কৃতকার্য্য হও ॥
পরীক্ষায় তোমরা যে, না হলে হতাশ।
তোমাদের কৃতজ্ঞতা, হইবে প্রকাশ ॥
ধৈর্য্যসহ শ্রমকষ্ট, করিলে স্বীকার।
সফল হবেই হবে, সন্দেহ কি তার ? ॥
তোমরা আসিবে হয়ে, যখন সফল।
আমাদের তখন ফলিবে শ্রমফল ॥

যাবে বোলে পরীক্ষা স্বরূপ রণক্ষেত্রে।
ছাত্র সব সাজিতেছে, চেয়ে দেখ নেত্রে ॥
যত বিদ্যামন্দিরের ছাত্র সমুদয়।
রণসজ্জা করিতেছে, থাকিতে সময় ॥
নিজ নিজ ছাত্রদের উৎসাহের তরে।
রণবাদ্য বাজাতেছে, শিক্ষক নিকরে ॥
ছাত্রগণ যেখানে যে পেয়েছে সুযোগ।
যথাসাধ্য সেখানে সে, করিছে উদ্‌যোগ ॥
অঙ্কবিদ্যা, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস।
এই সব অস্ত্র লয়ে, করিছে অভ্যাস ॥

প্রকাশ করিয়া সবে, পরিশ্রম-বল।
দিবানিশি অস্ত্র চর্চ্চা, করিছে কেবল॥
জয়পত্র লাভ আশা, করিয়া সবাই।
নিয়ত করিছে যত্ন, অবসর নাই॥
ঘরে ঘরে অস্ত্র সব, করিয়া চালনা।
কে কেমন দক্ষ হলো, করে বিবেচনা॥
সকল অস্ত্রেতে নয়, সবাই সমান।
কোন অস্ত্রে কোন জন, হতেছে প্রধান॥
কেহ বা সকল অস্ত্র, করি আলোচনা।
সর্ব্বাস্ত্রে দেখায়, ন্যূনাধিক গুণপনা॥
ন্যূনাধিক গুণপনা, না দেখালে পরে।
জয়ী হতে কেহ ত না পারিবে সমরে॥
রণক্ষেত্রে একত্রিত, হয়ে ছাত্রগণ।
নিজ নিজ ক্ষমতা, করিবে প্রকটন॥
চারি দিন ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্রের ব্যাভার।
সকলেই দেখাইবে, যত সাধ্য যার॥
বিচক্ষণ ষোল জন, গুণি সন্নিধান।
হবে রণদক্ষতা করিতে, সপ্রমাণ॥
ষোলজনে বলিবেন, স্ব স্ব অভিপ্রায়।
সেই অভিপ্রায়ে হবে, স্থির সমুদায়॥

সামান্য সমর মত, এ সমর নয়।
দুই দলে সামান্য সমরে যুদ্ধ হয়॥
ইহাতে করিতে হবে, একে একে রণ।
একে একে করিবে, বীরত্ব প্রদর্শন॥
যে যত করেছে শিক্ষা, অস্ত্রের সন্ধান।
শিক্ষা অনুসারে পাবে, ততই সম্মান॥
যে যেমন পরাক্রম, করিবে প্রচার।
সে তেমন অবশ্যই, পাবে পুরস্কার॥
অতএব সাজো সাজো, সাজো ছাত্রচয়!।
ধর ধর রণ-বেশ, এই ত সময়॥
কর কর অস্ত্র চর্চ্চা, কর নিরন্তর।
পর পর সাহস-মুকুট শিরোপর॥
প্রাণপণে দেখাও, দেখাও পরাক্রম।
একেবারে দূরে যাক, নিন্দকের ভ্রম॥
আলস্য-অরিকে সবে, তাড়াও তাড়াও।
স্ব বিদ্যালয়ের যশ, বাড়াও বাড়াও॥
রণক্ষেত্রে জয়পত্র, লও লও লও।
হায় হায় তোমরা ত, শব কভু নও॥

ধার্ম্মিকা জ্ঞানবতী কুলকামিনী।

সংসারে থাকিতে গেলে, পেতে হয় শোক।
কেবা কোথা দেখিয়াছে, শোকহীন লোক॥
করিতে না পেরে আহা, শোক সম্বরণ।
কত দেশে কত লোক, ত্যজেছে জীবন॥
সংসার কেবল জানি, শোকের আলয়।
শোকেতে বিদীর্ণ হয়, লোকের হৃদয়॥
যতরূপ শোকে পূর্ণ, হয়েছে সংসার।
অপত্য-শোকের সম, শোক নাই আর॥
পুত্রশোকে কত লোক, হয়ে হতজ্ঞান॥
জীবন যাপন করে, পাগল সমান॥
লাগিলে মানসারণ্যে, সুতশোকাগুন।
সুখ-মৃগ একেবারে, পুড়ে হয় খুন॥
সুত-শোক বাক্যদ্বারা, না হয় বর্ণন।
একবার যে ভুগেছে, জানে বিলক্ষণ॥
যত দিন নাহি হয়, দেহের পতন।
তত দিন হতে থাকে, শোক উদ্দীপন॥
শোকাতুর হলে লোক, ভুলে হিতাহিত।
ইচ্ছাবশে অনাসে, ঘটায় বিপরীত॥

শূন্যময় বোধ হয়, সমুদয় হায় ! ।
বিদ্যা বুদ্ধি যুক্তি জ্ঞান, সব লোপ পায় ॥
ধর্ম্মশীলা জ্ঞানবতী, পত্নী থাকে যার।
পত্নীগুণে শোকশান্তি, হতে পারে তার ॥
গুণবতী ধৈর্য্যবলে, করিয়া কৌশল।
শোকার্ত্ত পতিকে দেয়, প্রবোধ কেবল ॥
যাতে পতি নাহি পায়, শোকের যাতনা।
এমন ভাবেতে করে, পতিকে সান্ত্বনা ॥
অনেকে পত্নীর গুণে, সুতশোক-শর।
সহিয়াছে না হইয়া, অতীব কাতর ॥
তাহার দৃষ্টান্তস্থল, দেখাব এখন।
শুনিয়া আশ্চর্য্য হবে, সকলের মন ॥
কামিনী নামিনী ছিল, এক গুণবতী।
পতি সহ পল্লীগ্রামে করিত বসতি ॥
কালে হয়েছিল তার, দুটী সুনন্দন।
করিত তনয়দ্বয়ে, লালন পালন ॥
দুটী তনয়ের রূপ, অতি অপরূপ।
সুন্দর ছিল না প্রায়, তাদের সরূপ ॥
বিদ্যা অধ্যয়নে রত, ছিল দুটী ভাই।
যথা তথা প্রকাশিত, নম্রতা সদাই ॥

স্ত্রী-পুরুষে দুই জনে, দুই সুতে লয়ে।
কাল কাটাইত সদা, পুলকিত হয়ে॥
বহু যত্নে দুটী রত্নে, সুখে করি কোলে।
যখন তখন যেতো, স্নেহরসে গোলে॥
যতক্ষণ না দেখিত, ভেবে হোত সারা।
তাদের নয়ন-তারা, হয়েছিল তারা॥
বিদ্যালয় হইতে আসিতে, হলে ব্যাজ।
অমনি ধাইত পিতা, ত্যজি গৃহকাজ॥
জননী থাকিত আহা, পথ পানে চেয়ে।
নেত্রনীর অমনি পড়িত, বুক বেয়ে॥

কোন কর্ম্ম উপলক্ষে, তিন দিন তরে।
স্বভবন ত্যজি পতি, গেল স্থানান্তরে॥
ইতিমধ্যে দুটী পুত্র, গেলো লোকান্তরে।
জননী দারুণ শোকে, হাহাকার করে॥
কেঁদে বলে "হায় হায়, হলো কি দুর্দ্দশা।
দুটী পুত্র প্রাণত্যাগ, করিল সহসা॥
মা বলিবে আমায়, এমন আর নাই।
উপায় করিব কিবা, কার কাছে যাই॥
এক পুত্র-শোক সহা, সহজ ত নয়।
কেমনে দুটীর শোক, সহিষ্ণুতা হয়?॥

হৃদয়ভাণ্ডার হতে, নিদয় শমন।
একেবারে দুটী সুতে, করিল হরণ॥
কি হইল হারাইয়া, হৃদয়ের ধন।
মা হয়ে কেমনে করি, জীবন ধারণ ?॥
কোলে আয় বাপধন, তোরা কোলে আয়।
তোদের দুখিনী মাতা, পড়িয়া ধূলায়॥
কোলে উঠি মা বলিয়া, ডাক একবার।
জুড়াক "মা" কথা শুনে, জীবন আমার॥
আর না তোদের বাণী, করিব শ্রবণ।
আর না তোদিগে আমি, করাব ভোজন॥
কার মুখপানে চেয়ে, রহিব ভবনে ?।
চুম্বন করিব আর, কাদের বদনে ?॥
প্রাণনাথ ঘরে এলে, কি বলিব তাঁয়।
কেমনে বুঝাব তাঁরে, হবে কি উপায় ?॥
করিয়াছিলেন দান, তোমাদিগে যিনি।
পুনর্ব্বার তোমাদিগে, লইলেন তিনি॥"
এত বলি খেদ করি, গুণবতী সতী।
জ্ঞানবলে ধৈর্য্য ধরি, হলো মৌনবতী॥
ক্ষণপরে তনয়দ্বয়ের মৃতদেহে।
বাস আচ্ছাদন দিয়া, রাখে এক গেহে॥

অন্তরের পরিতাপ, করিয়া গোপন।
পতি আসা আশা করি, রহিল তখন॥
অকস্মাৎ পতি তার, এ ঘটনা শুনে।
পাছে মূর্চ্ছাগত হয়, পোড়ে শোকাগুনে॥
সেই ভাবনায় ধনী, হইয়া কাতরা।
বাহ্যিক শোকের চিহ্ন, সম্বরিল ত্বরা॥
মনে মনে করি সতী, ঈশ্বরের ধ্যান।
আপনাকে দিতে থাকে, প্রবোধ প্রদান॥
স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত, অধীরা স্বভাবত।
এ নারী অধীরা নয়, অন্য নারী মত।
এ প্রকার ধৈর্য্যশীলা, জায়া থাকে যার।
অনাসে সে হতে পারে, শোক-সিন্ধুপার॥
অন্তরে প্রবল মাত্র, শোকের প্রভাব।
বাহিরে ধরিল সতী, অতি শান্তভাব॥
তিন দিবসের পরে, এমন সময়।
তাহার প্রাণের পতি, আইল স্বালয়॥
পতিকে হেরিয়া সতী, ধৈর্য্য সহকারে।
সমাদরে বসিতে আসন দিল তারে॥
জল আনি করি তার, পদ প্রক্ষালন।
স্বাভাবিক ভাবে করে, কথোপকথন॥

পতি।

বল বল প্রেয়সি! কুশল সমাচার।
শিশু দুটী নাই কেন, নিকটে তোমার? ॥
তিন দিন না হেরিয়া, তাদের বদন।
ব্যাকুল হতেছে অতি, মম প্রাণ মন ॥
ডাকিয়া তাদিগে ত্বরা, কর আনয়ন।
তারা এলে পরে তবে, করিব ভোজন ॥
ক্ষণকাল না দেখিলে, যাহাদের মুখ।
অন্তরে উদয় হয়, কতই অসুখ ॥
তিন দিবসের পর, আসিয়া ভবনে।
তাদিগে না দেখে সুস্থ, হইব কেমনে? ॥
আমার সর্ব্বস্ব ধন, তারা দুই জন।
তাদের মঙ্গল আশা, করি সর্ব্বক্ষণ ॥
তাদের মঙ্গলে হয়, আমার মঙ্গল।
অন্ধের নড়ির মত, তারা অবিকল ॥

পত্নী।

তাদিগে বাসেন ভাল, যিনি অতিশয়।
তাঁর কাছে আছে তারা, তাতে কিবা ভয়
ভাবনা কি প্রাণেশ্বর! তাহাদের তরে।
পাইবে তাদের দেখা, ক্ষণকাল পরে ॥

অতিশয় হয়েছে তোমার পথশ্রম।
শ্রম দূর করিবার কর উপক্রম॥
হেরিয়া তোমার কষ্ট, হতেছি কাতরা।
ভোজন করিয়া নাথ, সুস্থ হও ত্বরা॥
যতক্ষণ সুস্থ তুমি, না হও প্রাণেশ!।
ততক্ষণ ক্লেশ আমি, পেতেছি বিশেষ॥

মিষ্ট বাক্যে গুণবতী, অমনি তখন।
অনাসে ভুলায়ে দিল, স্বপতির মন॥
স্বনারীর অনুরোধ, করিয়া শ্রবণ।
আসনে বসিল পতি, করিতে অশন॥
প্রাণেশের অৰ্দ্ধাশন, হইল যখন।
আরম্ভ করিল ধনী, বলিতে বচন॥

পত্নী।

প্রাণনাথ! এক কথা, জিজ্ঞাসি তোমায়
সমুচিত পরামর্শ, দেহ হে আমায়॥
দুটী মহামূল্য রত্ন, কোন মহাশয়।
মম কাছে রেখেছেন, করিয়া প্রত্যয়॥

তাঁহার গচ্ছিত রত্ন, করি প্রাণপণ।
কিছু দিন করিয়াছি, রক্ষণাবেক্ষণ ॥
এমনি মমতা জন্মে, গচ্ছিত রতনে।
আপনার বলিয়া ভাবি হে প্রতিক্ষণে ॥
অন্যের গচ্ছিত ধন, রেখে নিজ ঘরে।
কোন মতে ফিরে দিতে, মন নাহি সরে ॥
যাঁহার গচ্ছিত ধন, তিনি ফিরে চান।
উচিত কি যাঁর ধন, তাঁরে করা দান ? ॥
তোমার অধীনী আমি, তুমি প্রাণপতি।
কোন কর্ম্ম নাহি করি, বিনা অনুমতি ॥
গচ্ছিত ধনের স্বামী, চান তাঁর ধন।
মন ত না চায় দিতে, মায়ার কারণ ॥
অবজ্ঞা না করি নাথ, তোমার কথায়।
আছি মাত্র তোমার আজ্ঞার অপেক্ষায় ॥
যদিও আমার মন, দিতে নাহি চায়।
যদিও লালসা আছে, কেবল মায়ায় ॥
তথাপি তোমার আজ্ঞা, না করি লঙ্ঘন।
যা বলিবে তা করিব, শুন প্রাণধন ! ॥
ফিরে দিতে যদি তুমি, বল গুণমণি ! ।
যাঁর ধন তাঁরে ফিরে, দিব হে এখনি ॥

পতি।

যাঁর ধন তাঁহাকে করিবে প্রত্যর্পণ।
আমাকে জিজ্ঞাসা করা, কিবা প্রয়োজন? ॥
তোমার কি কিছু মাত্র, নাই বিবেচনা।
পরধন ফিরে দিতে, কেন বা ভাবনা ॥
মম আজ্ঞা অপেক্ষায়, আছ কি কারণ।
ফিরে দিতে আমি কি, করিব নিবারণ? ॥
ধনস্বামী নিজ ধন, নিকটে তোমার।
রেখেছেন যত দিন ইচ্ছা রাখিবার ॥
প্রয়োজন হইয়াছে এখন সে ধনে।
আর কেন রাখিবেন, তব নিকেতনে ॥
জান না গচ্ছিত ধনে, করিলে বঞ্চিত।
পাপের সাগরে হয়, হইতে পতিত ॥
পরের গচ্ছিত ধনে, লোভ করা পাপ।
লোভেতে অধর্ম্ম জন্মে, পেতে হয় তাপ ॥
সমুদায় ত্যজিলেও, যদি থাকে ধর্ম্ম।
সে বরং ভাল প্রিয়ে, তাতে লাভ শর্ম্ম ॥
পরের গচ্ছিত ধন, হলে মনোমত।
সে ধনেতে লোভ করা, অতি অসঙ্গত ॥

সে ধন তোমার নয়, জেনে নিজ মনে।
সে ধন না দিতে চাও, কিসের কারণে ?
বিনোদিনি ! যাঁর ধন, গচ্ছিত রাখিবে।
যখন চাবেন তিনি, তখনই দিবে॥
কালাকাল বিবেচনা, করা অনুচিত।
বিলম্বে সংশয় জন্মে, ঘটে বিপরীত॥
বিলম্ব করিলে পরে, অপ্রত্যয় হবে।
তব প্রতি কারো আর বিশ্বাস না রবে॥
বলিলে "গচ্ছিত ধন, করিতে প্রদান।
না চায় তোমার মন," এ কোন্ বিধান ?
অধর্ম্মের বশ হতে, মনের বাসনা।
অধর্ম্মের বশে করে, কুকর্ম্ম কল্পনা॥
যে মন অধর্ম্ম বশ, দেয় কুমন্ত্রণা।
সে মন ডাকিয়া আনে, কেবল যাতনা॥
প্রায় মন অধর্ম্মেতে, অবিরত রত।
মনের বিচিত্র গতি, বলে বুধ যত॥
প্রাণপণে দৃঢ় যত্ন, করিয়া নিয়ত।
মনকে রাখিলে পরে, ধর্ম্ম-অনুগত॥
তবে মন হতে হয়, শুভসম্পাদন।
তবে মন কার্য্য করে, মিত্রের মতন॥

নতুবা মনের মত, অরি নাই দুটী।
অনিষ্ট সাধিতে আহা, করে না ত ত্রুটি ॥
সমূহইন্দ্রিয়পতি, মন মহাশয়।
মনের ক্ষমতা বড় সামান্য ত নয় ॥
মনের অসাধ্য কর্ম্ম, কিছু নাই আর।
শিবাশিব উভয়ের, মন মূলাধার ॥
মনকে স্ববশে মাত্র, রেখে বিনোদিনি!।
সাবধানে কার্য্য কর, দিবস যামিনী ॥
যে মন তোমায় ধনি, করিছে বারণ।
সে মন সুমন নয়, নিতান্ত কুমন ॥
কুমনের কুমন্ত্রণা, করিয়া শ্রবণ।
করো না করো না প্রিয়ে, অধর্ম্মাচরণ ॥

পত্নী।

সঙ্গপ্রভাবেই বর্ত্তে, দোষ আর গুণ।
আগুনের সঙ্গে হয়, অঙ্গার আগুন ॥
থাকিলে সতের সঙ্গে, লোকে হয় সৎ।
বসতে অসৎ সহ, হয় হে অসৎ ॥
যে থাকে যেমন সঙ্গে, সে জন তেমন।
একথা নিশ্চয় তুমি, জান প্রাণধন ॥

তুমি অতি ধর্ম্মশীল, ওহে প্রাণেশ্বর।
তোমার যে সব গুণ, কার অগোচর॥
তব সহধর্ম্মিণী, অধীনী হই আমি।
ধরাতলে পাইয়াছি, ধর্ম্মশীল স্বামী॥
সহবাসে তোমার যখন কাল হরি।
সদা কর্ম্ম কোরে থাকি, তবাদেশ ধরি॥
তখন আমি হে নাথ, হয়ে তব নারী।
অধর্ম্মের কর্ম্ম কভু, করিতে কি পারি॥
মম প্রতি প্রত্যয় করিয়া প্রকটন।
রাখিয়াছিলেন যিনি, যুগল রতন॥
চাহিবা মাত্রেই তাঁকে দিয়া ধন তাঁর।
তাঁর কাছে সততা হে, করেছি প্রচার॥
হয়েছিল ধনপ্রতি, মমতা প্রবল।
প্রত্যর্পণ কালে তাই, নেত্রে এলো জল॥
হায় হায় বিশ্বাসঘাতিনী হই পাছে।
তাঁর ধন সভয়ে, দিলেম তাঁর কাছে॥
যে অবধি রত্ন দুটী, করেছি প্রদান।
অবিরত কাঁদিতেছে, মন আর প্রাণ॥
করি নাই অন্যায়, যদিও মনে জানি।
যদিও করেছি কাজ, শুনি যুক্তিবাণী॥

ধার্ম্মিকা জ্ঞানবতী কুলকামিনী।

মানস-পতঙ্গ তবু, না মানে বারণ।
দুঃখানলে পতিত, হতেছে প্রতিক্ষণ ॥
বিদীর্ণ হতেছে সদা, আমার হৃদয়।
হেরিতেছি চারি দিক্, যেন শূন্যময় ॥
ভাবান্তর হইয়াছে, মনে ভেবে তাই।
দুঃখের কারণ নাথ, তোমায় জানাই ॥
শুনে তুমি কি বল তা আগে জানা চাই।
প্রত্যর্পণ করিয়াছি, তাই বলি নাই ॥
তোমার যে অভিপ্রায়, বুঝিয়া এখন।
করিলাম সমস্ত, তোমায় নিবেদন ॥

পতি।

যাঁর ধন তাঁহাকে, দিয়েছ গুণবতি।
শুনিয়া হলেম আমি, পরিতুষ্ট অতি ॥
প্রকাশ করেছ তুমি, সাধু ব্যবহার।
ধন্যবাদ-পাত্রী হলে, নিকটে আমার ॥
প্রিয়ে ! তুমি ধর্ম্মশীলা, জানায়েছ কাজে !
তব মনালয়ে ধর্ম্ম, আপনি বিরাজে ॥
ধর্ম্মশীলা বনিতা, যে পায় মহীতলে।
তাকে মহাভাগ্যবান, সকলেই বলে ॥

তোমার মতন জায়া, পাই ভাগ্যগুণে।
আমাকে করেছ বদ্ধ, স্বগুণের গুণে॥
ভাল করিয়াছ ফিরে দিয়া পরধন।
করেছ উচিত কর্ম্ম, মনের মতন॥
যুগল রতন যাঁর, তাঁরে দিয়া ধনি।
কি কারণে হইতেছ, রোদন-বদনী ?॥
মম ভোজনের শেষ, হইতেছে যত।
দুঃখের সাগর তব, উথলিছে তত॥
নয়ন হতেছে তব, নীরদের মত।
অনিবার শতধার, ঝরে ক্রমাগত॥
বিশেষ কারণ প্রিয়ে, কর অবগত।
হেরিয়া রোদন তব, ভাবিতেছি কত॥
তুমি মম প্রণয়িনী, প্রাণ প্রিয়তমা।
পতিব্রতা সতী প্রায়, নাই তব সমা॥
সতীর সন্তাপ পতি, সহিতে না পারে।
তব দুখে ভাসিতেছি, দুঃখ-অকূপারে॥

পত্নী।

পূর্ব্বে প্রকাশিয়া নাথ, বলেছি তোমায়।
যাঁর ধন তাঁহাকে, দিয়াছি অনিচ্ছায়॥

করেছি গচ্ছিত রত্নে যতন অপার।
ভাবিয়াছি প্রাণের অধিক অনিবার॥
হয়েছিল রত্নদ্বয়, চারু মনোরম।
জন্মেছিল মোহ তাই, অতি অনুপম॥
দিয়াছি দ্বিরত্ন বটে, মোহ নাহি যায়।
রত্নের মোহেতে মাত্র, আমায় কাঁদায়॥
মর্ম্মান্তিক হইয়াছে, মোহজাত দুখ।
অবিরাম তাই নাথ, ফেটে যায় বুক॥
যে দুখ পেতেছি মনে, ফুটিবার নয়।
ফুটিয়া বলিতে গেলে, বিদরে হৃদয়॥
ঘটিবে এমন তাপ, আগে ত না জানি।
তা-হলে কি ফিরে দি হে, হইয়া পাষাণী ?॥

পতি।

অকারণ খেদ কেন, কর প্রাণেশ্বরি !।
দুঃখ সম্বরণ কর, মনে ধৈর্য্য ধরি॥
ভাবে বুঝা গেল প্রিয়ে, তোমার বচনে।
বড় ভালবাস তুমি, গচ্ছিত রতনে॥
অনেকে স্বভাব তব, জেনেছে এখন।
তোমাকে গচ্ছাবে ধন, এসে কত জন॥

এক জন রাখিয়াছিলেন দুটী রত্ন।
সে দুটীর প্রতি তুমি, করিয়াছ যত্ন॥
শত শত কত লোকে, রত্ন শত শত।
গচ্ছিত তোমার কাছে, রাখিবে নিয়ত॥
দুটী রত্ন কাছে ছিল, শত রত্ন পাবে।
শত রত্ন পেলেও কি, সন্তাপ না যাবে?॥

পত্নী।

আমাকে ভুলাতে নাথ, বৃথা আকিঞ্চন
আমি ত বালিকা নই, ওহে প্রাণধন!॥
ধরার সমূহ রত্ন, যদি করে পাই।
তথাপিও আন্তরিক, তাপ যাবে নাই॥
যে রত্ন গচ্ছিত ছিল, নিকটে আমার।
সে রত্ন গচ্ছিত রাখা, সাধ্য কি সবার?॥
গচ্ছিত রাখেন যিনি, দুটী রত্ন প্রিয়।
বিশ্বে মহাজন তিনি, হন অদ্বিতীয়॥
তাঁর তুল্য মহাজন, নাই ত্রিসংসারে।
গছাতে তেমন রত্ন, আর কেবা পারে?॥

পতি।

কোন্ মহাজন তিনি, বাস কোন্ স্থানে।
নাম তাঁর কখন কি, শুনি নাই কাণে?॥

অদ্বিতীয় মহাজন, বলিতেছ তাঁরে।
আমি তাঁকে অদ্বিতীয়, বলি কি প্রকারে?॥
দুটী রত্ন ছিল তাঁর, বুঝি অনুভাবে।
কর্ম্ম চলে নাই তাঁর, সে দুটী অভাবে॥
অতএব অল্প দিন, গচ্ছিত রাখিয়া।
তাঁহাকে লইতে হলো, স্বরত্ন চাহিয়া॥
মহাজন অতুল্য হতেন যদি তিনি।
কাঁদাতেন তবে কি তোমাকে বিনোদিনি?॥
তব কাতরতা তিনি, করি বিলোকন।
করিতেন তোমাকে, দ্বিরত্ন বিতরণ॥
দুটী রত্ন বই কিছু, বহু রত্ন নয়।
অনায়াসে একেবারে, দিতেন নিশ্চয়॥
দুটী রতনের স্বত্ব, করা পরিহার।
তাঁর পক্ষে কোন মতে, হইত কি ভার?॥
যদি যথার্থই তিনি, হন রত্নেশ্বর।
দয়াপূর্ণ নয় তবে, তাঁহার অন্তর॥
অনেকে হলেও ভবে, অতি ধনবান্।
করিতে নারেন তবু, দীনে ধনদান॥
থাকিলে অগণ্য রত্ন, ভবনে আপন।
অনেকেও ক্ষুদ্রাশয়, করে প্রকটন॥

হইলে সদয়চিত্ত, সেই ধনস্বামী।
লতে কি পারেন রত্ন, স্থির জানি আমি॥
রত্ন চাহিবার কালে, তোমার রোদনে।
দয়ার সঞ্চার হতো, অবশ্যই মনে॥
দেখাইয়া বদান্যতা, দয়াময় হোলে।
তোমাকে দিতেন রত্ন, "লও তুমি" বোলে॥
জান ত গচ্ছিত ধন, দিতে হবে পরে।
মায়া বাড়াইলে কেন, পর রত্নোপরে?॥

পত্নী।

করেন যে মহাজন, রতন গচ্ছিত।
তাঁকে চেনা সকলের ক্ষমতা অতীত॥
যে তাঁকে চিনিতে পারে, ভাবনা কি তার?।
ভবের সমূহ দুঃখে, সেই হয় পার॥
তুমি আমি কি চিনিব, বড় বড় লোকে।
চিনিতে অক্ষম হন, থাকিয়া ভূলোকে॥
তাঁর সুধাময় নাম, ব্যক্ত চরাচরে।
তাঁর নাম গাঁথা থাকে, সাধুর অন্তরে॥
অগণন রত্ন তাঁর, বিশ্বের ভিতর।
তাঁহার ভাণ্ডার নাথ, হয় রত্নাকর॥

গচ্ছিত না রাখে আহা, তাঁহার রতন।
ধরাতলে আছে কেবা, মানব এমন॥
তাঁর ঋণে বদ্ধ আছে, বিশ্ব জুড়ে সবে।
তাঁর কাছে ঋণ লয়, সকলেই ভবে॥
মহাজন নাই, আর তাঁহার সমান।
লোকে তাই অদ্বিতীয়, রাখে অভিধান॥
অতুল বিভব তাঁর, কি বলিব আর।
গচ্ছিত রাখিতে রত্ন, প্রার্থনা সবার॥
গচ্ছিত যেমন রত্ন, ছিল মম কাছে।
তেমন সুচারু রত্ন, আর নাকি আছে!॥
অসীম করুণাময়, সেই মহাশয়।
তাঁর করুণার সীমা, না হয় নির্ণয়॥
তবে যে গচ্ছিত রত্ন, লন্ পুনর্ব্বার।
তাতে তাঁর দোষ নাই, সে দোষ আমার॥
তাঁর কাছে অপরাধ, হয় পায় পায়।
সেই অপরাধে ঘটে, দুঃখ সমুদায়॥
তাঁর বদান্যতা না থাকিলে প্রাণেশ্বর।
এক দণ্ড কে বাঁচিত, ধরণী ভিতর॥
যখন গচ্ছিত রত্ন, তিনি ফিরে লন্।
সকলেই কাঁদে নাথ, আমার মতন॥

ইচ্ছায় গচ্ছান রত্ন, আর ফিরে চান্।
কেন তিনি ফিরে লন, কে বুঝে সন্ধান॥
রত্ন পেয়ে পাছে তাঁকে ভুলি একেবারে।
তাই তিনি রত্ন চান্, স্বেচ্ছা অনুসারে॥
আমাদের অহঙ্কার, করিতে বারণ।
করিবারে আমাদের, কল্যাণ-সাধন॥
স্বত্ব ত্যাগ করি রত্ন, না করেন দান।
এ সব যে বুঝে নাথ, সেই জ্ঞানবান্॥
তবে যে হারায়ে রত্ন, করি হাহাকার।
সে কেবল জানিয়াছি, মায়ার বিকার॥
কোন জ্ঞান নাই তাই, মায়াবশে রই।
মায়াবশে থাকি তাই, সন্তাপিতা হই॥
গচ্ছিত রত্নের মায়া, করে পরিহার।
বিরল এমন লোক, কি কহিব আর॥

পতি।

মুখ্য মহাজন, যে দুটী রতন,
গচ্ছান তোমার ঠাঁই।
বল সুনয়নে!, আমি কি নয়নে,
দরশন করি নাই?॥

স্বভাবে সরলা, তুমি কুলাবলা,
আমি বিলক্ষণ জানি।
থেকে মমালয়, কর সমুদয়,
সদা আমাকেই মানি॥
তব গুপ্ত ধন, আছে কি এমন,
যাহা আমি জ্ঞাত নই।
তোমার বচন, করিয়া শ্রবণ,
সভয়ে অবাক হই॥
কি ধনে বঞ্চিতা, হয়ে ত্বরান্বিতা,
বল না প্রকাশ করি।
তব ম্লানানন, সজল নয়ন,
হেরে কিসে প্রাণ ধরি॥

পত্নী।

তোমার নিকটে যাহা, থাকে হে গোপন।
এমন কি ধন মম, আছে প্রাণধন ?॥
হারায়ে যে রত্ন আমি, করি হাহাকার।
তোমারও যত্ন তাতে, ছিল হে অপার॥
তুমিও সে রত্ন সদা, করেছ দর্শন।
তুমিও রাখিতে তাহা, করি প্রাণ-পণ॥

সে রতনে কেবল ভুলে নি মম মন।
হতো তাতে তোমারও, মানসরঞ্জন॥

গগনের নিশাকর, বটে শোভাকর।
চারু শোভা ধরে বটে, কুসুম নিকর॥

সরোবরে সরসিজ, বটে মনোহর।
শোভার আধার বটে, চারু শিখিবর॥

দেখিতে সুন্দর বটে, মরকত মণি।
হিরণ্য হীরক মুক্তা, চারু বলি গণি॥

সে ভু-রতনের শোভা, করি বিলোকন।
অন্য কিছু নাহি হয়, মনের মতন॥

এমনি হয়েছে নাথ, নয়নের ভ্রান্তি।
নয়নে না লাগে আর, অন্য কোন কান্তি॥

সে রত্ন হারায়ে তাই, করি হা হুতাশ।
কি বলিব প্রাণেশ, হয়েছে সর্ব্বনাশ॥

পাষাণ-হৃদয়া আমি, বেঁচে আছি তাই।
এমন সন্তাপ আর, কখন না পাই॥

একেবারে খসে গেছে, বুকের পাঁজর।
শোকানলে দহিতেছে, আমার অন্তর॥

পতি।

প্রেয়সি! তোমার কথা, শুনে হয় ভয়।
ভয়ে কেঁপে উঠিতেছে, আমার হৃদয়॥
মম মন মন্দ বই, ভাল নাহি গায়।
মন্দ কথা কত ক্ষণ, গুপ্ত রাখা যায়॥
এমনি অবোধ আমি, এমনি অবোধ।
এত ক্ষণ কিছু মাত্র, হয় নাই বোধ॥
সর্ব্বনাশ চেপে কত, রাখিবে কথায়।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত, হয়েছে মাথায়॥

"কি ভয় কি ভয়" বলি, গুণবতী ধনী।
ধরিয়া পতির কর, উঠিল অমনি॥
তিতিল নয়ন-নীরে, বুকের বসন।
ঘন ঘন শ্বাস বহে, চলে না চরণ॥
ধীরে ধীরে পা বাড়ায়, পাগলিনী বেশ।
শোকের সাগরে ভাসে, বিগলিত কেশ॥
ধৈর্য্যযুতা হয়ে সতী, এক এক বার।
পতিকে প্রবোধ দেয়, সাধ্য অনুসার॥
যে ঘরে অমূল্য রত্ন, দুটী শিশু মৃত।
শয্যায় পতিত আছে, বসনে আবৃত॥

কাঁদিতে কাঁদিতে ধনী, লয়ে প্রাণেশ্বরে।
শিলা চাপা দিয়া বুকে, প্রবেশে সে ঘরে॥
আচ্ছাদন খুলে সতী, বলে তত ক্ষণে।
"বঞ্চিতা হয়েছি নাথ, এ দুটী রতনে॥
তোমাকে দেখাব বোলে, রেখেছি যতনে।
প্রাণ ধোরে দিতে পারে, কে এমন ধনে?॥"

পতি।

কি দেখাও প্রাণেশ্বরি! প্রাণ যায় মরি মরি,
কিসে আর ধৈর্য্য ধরি, হয় হায় হায় রে।
কি হয়েছে অকস্মাৎ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
এমন সন্তাপ বল, কেবা কোথা পায় রে॥
একটি সুতের শোক, সহিতে না পারে লোক,
দ্বি সুতের শোক আমি, কি প্রকারে সব রে
আর না যাতনা সয়, চারি দিক শূন্যময়,
কাদের বদন চেয়ে, ঘরে আর রব রে॥
প্রবল সন্তাপানল, কলেবর হীনবল,
প্রবোধ না মানে মন, কি বিষম দায় রে।
বুদ্ধি বল যুক্তি জ্ঞান, হলো সব অবসান,
শোকার্ণবে সমুদায়, কোথা ভেসে যায় রে

পাপী কেবা মম সম, আমি অতি নরাধম,

নতুবা এমন জ্বালা, কি কারণে ঘটে রে।

সংসার সন্তাপাগার, এই জানিলেম সার,

সংসারে অসুখ মাত্র, সত্য বটে বটে রে॥

হইলে এ রত্ন হারা, বল কে না হয় সারা,

ধরায় এমন রত্ন, নাই নাই নাই রে।

অন্য রত্ন নয় গণ্য, সামান্য রত্নের জন্য,

এত কেন কাঁদ তুমি, ভাবিলেম তাই রে॥

ঘটেছে যে সর্ব্বনাশ, রাখ তুমি অপ্রকাশ,

তোমার কথার মর্ম্ম, না পেরে বুঝিতে রে।

তোমার অন্তরে ব্যথা, আমি কই অন্য কথা,

প্রেয়সি! তোমাকে মাত্র, সুপ্রবোধ দিতে রে॥

হায় হায় কি করিলে, কেন তুমি ছেড়ে দিলে,

আমাদের প্রাণাধিক, মহামূল্য ধনে রে।

সংসারের সুখ যত, হইলাম অবগত,

সংসারে কি প্রয়োজন, চল যাই বনে রে॥

সকলি মনের ভ্রম, কেন করি পরিশ্রম,

পরিশ্রমে ধনার্জ্জনে, কিবা ফলোদয় রে।

এ দায়ের তুল্য দায়, নাই নাই এ ধরায়,

জ্ঞান হয় দেহে প্রাণ, রয় কি না রয় রে॥

পত্নী।

কি আর করিবে বল, ধৈর্য্য ধর প্রাণ।
তব অধীনীর বাক্যে, কর প্রণিধান॥
তুমি অতি বিচক্ষণ, অতি জ্ঞানবান।
শোকাতুর হইয়া কি, হারাইলে জ্ঞান?॥
আমরা অবলা জাতি, অধীরা স্বভাবে।
কত কষ্ট ভোগ করি, জ্ঞানের অভাবে॥
কোথায় প্রবোধ দান, করিবে আমায়।
তা না করি কাতর হতেছ পায় পায়॥
মম পক্ষে ধৈর্য্য ধরা, সহজ ত নয়।
স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ, যদিও হে হয়॥
প্রাণনাথ তথাপি, হেরিয়া তব ক্লেশ।
অদ্যাবধি ধরিলাম, পাষাণীর বেশ॥
একে ত হয়েছ তুমি, অতীব কাতর!
তাহাতে কাতরা আমি, হলে প্রাণেশ্বর॥
ভাব দেখে বুঝা যায়, তোমায় হারাব।
তোমায় হারালে আর, কার কাছে যাব॥
কাতরতা হেরিলেই, কাতরতা বাড়ে।
শোকশর আরো যেন, বিঁধে হাড়ে হাড়ে॥

ক্রমশ শোকের কথা, করিয়া শ্রবণ।
এমন দুর্দ্দশা তব, ঘটে প্রাণধন॥
একেবারে অবগত, হলে এ বিষয়।
না জানি কি হতো আরো বলিবার নয়॥
পাষাণে বাঁধিয়া বুক, করিয়া কৌশল।
না দিলাম হঠাৎ বাড়িতে শোকানল॥
আমার ত বাঁচিবার সাধ আর নাই।
তোমায় রাখিয়া মরি, প্রার্থনা সদাই॥
মায়াবশে রয়েছি আমরা জীব সব।
মায়ার প্রভাবে মাত্র, করি হাহারব॥
কালেতেই জন্মে জীব, কালে পায় লয়।
কাল পূর্ণ হলে আর, কেহই না রয়॥
কালেতে জন্মিয়া বদ্ধ আছি, মায়াজালে।
তুমি আমি সকলেই, শব হব কালে॥
সংসারের বিধি এই, কি বলিব আর।
কত হলো, কত, মলো, সংখ্যা নাই তার॥
সৃজন পালন লয়, করিছেন যিনি।
সকলি অনিত্য আর, নিত্য হন তিনি॥
অনিত্যকে নিত্য ভেবে, জ্ঞানহতা হই।
সংসারে থাকিয়া তাই, নানা কষ্টে রই॥

অল্প কালে বাছাদের হলো আয়ু ক্ষয়।
গাছের সকল ফল, সুপক্ব কি হয়?॥
জন্ম মৃত্যু হয় নাথ, ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব হে, না আছে কোথায়?॥
রত্নসম দুটী সুত, ঈশ্বর গছান্।
প্রয়োজন মতে তিনি, ফিরে পুনঃ চান্॥
তাঁর ধন তিনি পুন, করেন গ্রহণ।
তাতে এত দুঃখ করা, মূঢ়ের লক্ষণ॥
রত্ন দিয়া কেন তিনি, লন পুনর্ব্বার।
এ মর্ম্ম বুঝিতে পারে, সাধ্য আছে কার?॥
অসামান্য বিবেচক, অখিলের পতি।
তাঁর ইচ্ছা, সকলেরি, হোক্ সদ্‌গতি॥
নিস্তারের মূল তিনি, দয়াশীল অতি।
তাঁহাকে ভুলিলে পরে, আর নাই গতি॥
কুমারের মায়াবশে, পাছে ভুলি তাঁরে।
তাই লইলেন তিনি, দুটী সুকুমারে॥
এই মাত্র জ্ঞানযোগে, অনুমানি মনে।
আর কি নিগূঢ় আছে, জানিব কেমনে॥
ফলে আমাদের শিব করেন সাধন।
মোহকূপে পড়ে মাত্র, করি হে রোদন॥

যখন অনিত্য দেহ, করি পরিহার।
এড়াব আমরা নাথ, মায়ার বিকার॥
তখন পাইলে পরে, দিব্য জ্ঞান সার।
এভাব রবে না কভু, তোমার আমার॥
জগদীশ করেন অসীম উপকার।
ভাল রূপে জ্ঞাত হব, সন্দেহ কি তার॥
অতএব কার তরে, করিতেছ শোক?।
ভাব নাথ কবে পাব, জ্ঞানের আলোক॥
তাহা হলে রবে না, এমন পরিতাপ।
এ তাপের মূলাধার, আমাদের পাপ॥
ধরার সম্বন্ধ যেন, সলিলের রেখা।
দু দিনের জন্য মাত্র, পরস্পর দেখা॥
ধরায় যে কিছু আছে, চিরস্থায়ী নয়।
আজি হোক্ কালি হোক্, সব পায় লয়॥
যুগল তনয় নয়, আমাদের ধন।
সার জানি তারা নাথ, গচ্ছিত রতন॥
গচ্ছিত ধনের প্রতি, বাড়ালে মমতা।
লাভ মাত্র হয়ে থাকে, শেষে কাতরতা॥
গচ্ছিত ধনের প্রতি, অনুরাগ অতি।
দেখাইতে নিষেধ, করেছ প্রাণপতি॥

গচ্ছিত ধনের শোকে, তবে কি কারণ।
ক্রমাগত হইতেছ, কাতর এমন ? ॥
পরধনে নিজ ভেবে, আমরা যখন।
প্রাণপণে করিয়াছি, প্রচুর যতন ॥
তখন হে, ধনস্বামী ধনে আপনার।
অযত্ন না করিবেন, জানিয়াছি সার ॥
তাঁর ধন আপন, আপন কাছে পেয়ে।
যত্নে রেখেছেন তিনি, আমাদের চেয়ে ॥
যাঁর ধন, নিরাপদে, আছে তাঁরি কাছে।
আর কি প্রবোধবাক্য, এর চেয়ে আছে ? ॥

যে দেশে বিপদ নাই, নাই তাপ রোগ।
অসুখ, মরণ নাই, সদা সুখভোগ ॥
রাজার দৌরাত্ম্য নাই, নাই অবিচার।
ক্ষীণপ্রতি সবল, না করে অত্যাচার।
যে দেশেতে দ্বেষ নাই, নাই হিংসা রাগ ॥
ধর্ম্ম-প্রতি যে দেশে, সবার অনুরাগ ॥
যে দেশেতে কাটাকাটি, মারামারি নাই।
যে দেশেতে চিন্তা নাই, নাই আশা-বাই ॥
রোদনের রব নাই, নাই কোন শোক।
সুধাপানে ক্ষুধাশূন্য, যে দেশের লোক ॥

মিথ্যা কথা, দস্যুবৃত্তি, নাই প্রবঞ্চনা।
কোন ভয় নাই যথা, নাই হে যন্ত্রণা॥
যে দেশে জানে না কেহ, কলুষের নাম।
প্রাণেশ্বর! যে দেশ, নিত্যের নিত্যধাম॥
যে দেশে ঈশ্বরে পূজে, সকলেতে জুটি।
গিয়াছে হে, সে দেশে, প্রাণের বাছা দুটী॥
অতএব অকারণ, কেন কেঁদে মরি।
ধৈর্য্য ধরি থাকি এসো, জগদীশে স্মরি॥
বাছারা সুখেতে আছে, সন্দেহ কি তায়।
কিছু মাত্র ক্লেশ নাই, ঈশ্বরকৃপায়॥
সন্তান সুখেতে আছে, করিলে শ্রবণ।
মা বাপ কি সুখী নয়, করে কি রোদন?॥
মা বাপের প্রার্থনা, সন্তান থাক্ সুখে।
তবে কেন আমরা, রয়েছি মনোদুঃখে?॥
তাহারা অবোধ শিশু, জানিত না পাপ।
নিশ্চয় পেয়েছে তারা, অনশ্বর বাপ॥
অসীম করুণাকর জনকের পাশে।
বাস করিতেছে, হয়ে মুক্ত ভবপাশে॥
আমরা তাদিগে স্নেহ, করেছি বা কত।
তারা স্নেহ অশেষ, পেতেছে ক্রমাগত॥

যদি বল “তাদিগে না করি বিলোকন।
নিয়ত ব্যাকুল অতি, হইতেছে মন॥”
তাদিগে দেখিতে যদি, থাকে হে বাসনা।
করি এসো দুজনে, ঈশ্বর আরাধনা॥
ঈশ্বরের আরাধনা, করিলে উদ্দেশে।
যে দেশে গিয়েছে তারা, যাব সেই দেশে॥
ক্রমে ক্রমে আমাদেরো ফুরাতেছে দিন।
সে দেশেতে যেতে পারা, অতি সুকঠিন॥
সে দেশে গমন করা, কথার কি কথা।
বিনা ভক্তি কার শক্তি, যেতে পারে তথা॥
ভক্তিভাবে পরিষ্কার, করি এসো পথ।
যদি চাও নাথ হে, পূরাতে মনোরথ॥
আমরাও প্রবেশিয়া, দিয়া মৃত্যু দ্বার।
দেখিতে দ্বিস্থাতে যাতে, পাব পুনর্ব্বার॥
ধর্ম্মের আশ্রয়ে করি ঈশ্বরে স্মরণ।
এসো এসো করি নাথ, তারি আয়োজন॥
শোকের প্রভাবে যদি, হই জ্ঞানহারা।
মিত্র নয়, শত্রু তবে, হয়েছিল তারা॥
শোকের প্রভাবে যদি, দিব্য জ্ঞান পাই।
তাদের মতন মিত্র, তবে আর নাই॥

যা দিগে অধিক ভাল, বেসেছি নিশ্চয়।
তাহাদিগে অরি যেন, ভাবিতে না হয়॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা, তাহাই ত ঘটে।
মর্ম্ম বুঝিবার বুদ্ধি, নাই কারো ঘটে॥
না বুঝিয়া অজ্ঞানে, ঈশ্বরে দেয় দোষ।
মায়াবশে করে লোক, তাঁর প্রতি রোষ॥
আমাদের বুদ্ধিতে অশিব ভাবি যাহা।
ফলতঃ অশিব নয়, শিবকর তাহা॥
সন্তান সন্ততি প্রতি, মায়াতে মজিয়া।
অনেকে ঈশ্বরে ভুলে, সংসারে থাকিয়া॥
করিবারে সন্তানের কল্যাণ সাধন।
অনেকে করিয়া থাকে, অন্যায়াচরণ॥
সন্তানের তরে বাটী, করিতে নির্ম্মাণ।
সন্তানকে আভরণ, করিতে প্রদান॥
সন্তানকে দিবে বোলে. সুরম্য বসন।
সন্তানকে করাইতে, সুখাদ্য ভোজন॥
অনেকে অধর্ম্ম করি, করে ধনার্জ্জন।
ধর্ম্ম-ভেবে কর্ম্ম কই, করে সম্পাদন॥
কেহ মিথ্যা কথা কয়, কেহ করে চুরি।
কেহ পরধন হরে, করিয়া চাতুরী॥

হায় হায় এমন কুকর্ম্মে নানা মত।
সুতের সুখের তরে, অনেকেই রত ॥
মায়াবশে দিব্য জ্ঞান, যায় লোপ পেয়ে।
পরকাল পানে আর, নাহি দেখে চেয়ে ॥
যাতে হোক্ খুঁজে লোক, সন্তানের শর্ম্ম।
নরলোকে নরের এ স্বাভাবিক ধর্ম্ম ॥
আপনার হিতাহিত, না করে বিচার।
সর্ব্বক্ষণ সন্তানের ভাবনা সবার ॥
অটল অপত্যস্নেহ মানবের কাল।
অপত্যস্নেহেতে কত ঘটায় জঞ্জাল ॥
থাকাতে সন্তান প্রতি, ভালবাসা অতি।
ঈশ্বরের প্রতি নাথ, জন্মে না হে রতি ॥
সদা হয়ে উভয়ে সুতের মায়াধীন।
ঈশ্বরকে ভুলি পাছে, বাঁচি যত দিন ॥
তাই তিনি সত্বরেই, দুই সুতে লন্।
এই মাত্র সার আমি, জেনেছি এখন ॥
আমাদের প্রতি তিনি, হয়ে দয়াবান্।
করেছেন আমাদের মঙ্গল বিধান ॥
তাঁর দয়া এক মুখে, কত আর কব।
স্বীকার না করি যদি, অকৃতজ্ঞ হব ॥

এসো নাথ! করি তাঁর গুণের কীর্ত্তন।
ধন্য ধন্য ধন্য তিনি, ধন্য তিনি হন॥
সন্তানের প্রতি থাকে, যে প্রকার মন।
তাঁর প্রতি মন যদি, যায় হে তেমন॥
তরিবারে তবে কি হে, ভবপারাবার।
ভবে এসে ভাব না, ভাবনা থাকে কার॥
এখন আমরা আশু, পরিত্রাণ আশে।
ঈশ্বরের প্রতি মন, দিব অনায়াসে॥
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর, এত দিন পর।
তবে কেন ঢুলে ঢুলে, পড় প্রাণেশ্বর?॥
এক মনে মুক্তিরূপ, ফল অন্বেষণে।
চল চল, চল যাই, ভক্তির কাননে॥
ক্রমে বেলা অবসান, সন্ধ্যা উপস্থিত।
আর কেন ব্যাজ করি, সাধিতে স্বহিত?॥

পতি।

বলিহারি যাই প্রিয়ে,! তব ধৈর্য্যগুণে।
হইল শোকের শান্তি, তব কথা শুনে॥
কোথায় বুঝাব আমি, তোমায় প্রেয়সি!।
তা না হয়ে ছিলাম রে, মৌনভাবে বসি॥

নিতান্ত অসার আমি, নিতান্ত অসার।
হইলাম শোকার্ত্ত, অসারে ভেবে সার॥
নারী হয়ে এ প্রকারে, বুঝাতে কে পারে?
ধন্যা ধন্যা ধন্যা তাই, বলি রে তোমারে॥
অনেকেই রমণীকে, করে পশু জ্ঞান।
রমণীর পরামর্শে, নাহি দেয় কাণ॥
মহীতে অজ্ঞানা নয়, সকল রমণী।
প্রমাণ করিলে তাহা, সুধাংশুবদনি!॥
নারীকে অবজ্ঞা নর, করে অনিবার।
সে কেবল জেনেছি, নরের অহঙ্কার॥
যেবা হয় গুণবতী-মহিলার পতি।
অনেক বিষয়ে সেই, এড়ায় দুর্গতি॥
ঘটেছিল শোক রূপ, মনের বিকার।
ভরসা ছিল না তাতে, পাইতে নিস্তার॥
প্রেয়সি! করিয়া তুমি, ভেষজ প্রয়োগ।
বিনাশ করিলে আশু, মানসিক রোগ॥
বলিলে আমায় যত, প্রবোধ বচন।
প্রথমতঃ বোধ হলো, বিষের মতন॥
তোমার প্রবোধ বাক্য, বিষ হলো বটে।
সেই বিষে বিশেষতঃ, উপকার ঘটে॥

সময় বিশেষে বিষ, হয় সুধাসম।
করে থাকে অনাসে, রোগের উপশম॥
বিনোদিনি! তব বাক্যে, ঘুচে গেল ঘোর।
রহিল না বটে আর, বিকারের জোর॥
তথাপি অন্তরে যেন, জ্বলিছে অনল।
অনল কি চিরকাল, থাকিবে প্রবল?॥
যদিও দুঃখের বাণী, মুখে নাহি আনি।
গেছে অচৈতন্য ভাব, শুনে তব বাণী॥
যদিও ঈশ্বরে মনে, করি রে স্মরণ।
যদিও জেনেছি সব, নিশির স্বপন॥
তথাপি অন্তর-জ্বালা, আছে বিলক্ষণ।
জানি না ত, কত দিনে, হবে নিবারণ॥
যা হোক্ তা হোক্ তুমি, ধন্যা বিনোদিনি।
তুমি হও, স্বামির সন্তাপনিবারিণী॥

পত্নী।

রোগে মুক্ত হইলেও, হতে হয় ক্ষীণ।
সময়ে ক্ষীণতা নাথ, ঘুচে দিন দিন॥
এইরূপ অবস্থায়, কিছু কাল যাবে।
স্বাভাবিক ভাব তবে, সময়েতে পাবে॥

সময়ের উপরেতে, করিয়া নির্ভর।
ঈশ্বরের গুণগান, কর নিরন্তর॥
নশ্বর মানব দেহ, করিয়া ভাবনা।
সদা কর ঈশ্বরের, করুণা প্রার্থনা॥
তাতে অন্তরের জ্বালা, হবে তিরোহিত
হইবেও পরকালে, অসামান্য হিত॥
ধরাধামে সুখ আছে, ভাবে লোকে ভ্রমে।
সুখ অন্বেষণে মাত্র, অবিরত ভ্রমে॥
যখন তখন যথা, যে কর্ম্ম যে করে।
সুখ আশা থাকে তায়, তাহার অন্তরে॥
না বুঝে সুখের কথা, মুখে মাত্র কই।
ফলে দুঃখ বই আর, সুখ আছে কই?॥
দুঃখের সহিত মাত্র, করিবারে রণ।
মানব মানবী করে, জনম গ্রহণ।
যত রূপ দুঃখে পূর্ণ, হয়েছে সংসার।
শোকের সমান দুঃখ, কিছু নাই আর॥
সংসার ভিতরে দুঃখ, আপনিই আসে।
অনিবার আপনার বিক্রম প্রকাশে॥
এমনি প্রবল হয়, এক এক বার।
জ্ঞানবান লোকেও দেখায় অন্ধকার॥

যে যত কাতর হয়, দুঃখের প্রহারে।
ঘোর দুঃখ ততই, প্রহার করে তারে॥
সর্ব্বত্র প্রবল দুঃখ, করিছে ভ্রমণ।
যাকে তাকে নিয়ত, করিছে আক্রমণ॥
মায়া হইয়াছে তার, বান্ধব প্রধান।
মায়ার বলেতে সেই, সদা বলবান॥
শীর্ণ দেহ, হা হুতাশ, সজল নয়ন।
মলিন বদন, আর, চিন্তা অনুক্ষণ॥
এইরূপ কতরূপ, তার অনুচর।
তার সঙ্গে সঙ্গে মাত্র, থাকে নিরন্তর॥
দুঃখ করে পেতে পারা, ধরায় নিস্তার।
নয় নয়, কভু নয়, সহজ ব্যাপার॥
নির্ভর করিয়া যেবা, ঈশ্বর উপরে।
দৃঢ় ভাবে ধৈর্য্য রূপ, দুর্গাশ্রয় করে॥
না খাটে দুঃখের জোর, উপরে তাহার।
অব্যাজে পলায় লাজে, কি করিবে আর॥
অতএব যে ক দিন, থাকিব এ ভবে।
চল ধৈর্য্য-দুর্গে যাই, উভয়েতে তবে॥
যিনি দুঃখনিবারণ, জীবনে মরণে।
ভাবভরে ভাবি এসো, সে ভূতভাবনে॥

হারাইয়া সংসারের অলীক আনন্দ।
অকারণ কেন নাথ, হব নিরানন্দ॥
সদানন্দ আশে এসো, ডাকি সদানন্দে।
পূর্ণানন্দ ধামে যাব, পাব পূর্ণানন্দে॥
ভজিলে পরমানন্দে, সে কৃপানিধান।
অবশ্য পরমানন্দ, করিবেন দান॥
আনন্দময়ের গুণ, সানন্দে ভাব না।
অবশ্য হইবে দূর, অলীক ভাবনা॥

ধন্য ধন্য জগদীশ! অনাদি কারণ হে।
আমাদিগে দান কর, জ্ঞানের নয়ন হে॥
শোক তাপ মনে যেন, না হয় উদয় হে।
তোমার সেবায় যেন, মন রত রয় হে॥
আমরা দম্পতী যেন তব কৃপা পাই হে।
পাপার্ণবে আর যেন, ভাসিয়া না যাই হে

৺ বাবু মতিলাল শীল।

ধন্য বাবু মতিলাল, বঙ্গের ভূষণ।
পর উপকারী কই, তাঁহার মতন?॥

অতুল গৌরব তাঁর, অতুল গৌরব।
শীলবংশোজ্জ্বলকারী, শীল বংশোদ্ভব ॥
কি এক অতুল কীর্ত্তি, করিয়া স্থাপন।
চিরকাল হয়েছেন, যশের ভাজন ॥
রাখিয়া গেছেন বোলে, কীর্ত্তি কমনীয়।
হয়েছে তাঁহার নাম, প্রাতঃ স্মরণীয় ॥
যে ধনেতে নাহি হয়, পর উপকার।
সে ধন ত ধন নয়, সন্দেহ কি তার? ॥
ধরাতলে পরহিত, করিতে সাধন।
প্রয়োজন হয়ে থাকে, ধন আর মন ॥
মন আছে ধন নাই, কি করিবে সেই।
ধন আছে মন নাই, অপরূপ এই ॥
অতএব ধন মন, দুই প্রয়োজন।
এ দুই একত্র হলে, শুভ সম্পাদন ।
অনেকে বিপুল বিত্ত, করি উপার্জ্জন।
করেছে যক্ষের ন্যায়, জীবন যাপন ।
থাকাতে তাদের ধন, কিবা ফল ফলে।
মহীতলে সে ধন, সফল নয় ফলে ॥
ধন্য বাবু মতিলাল, ধন্য তাঁর ধন।
ধরিয়াছিলেন তিনি, সার্থক জীবন ॥

ধন্য বলি গণ্য ছিল, সে মতির মতি।
কাজেতে ছিলেন তিনি, যথার্থ ই মতি ॥
তাঁর উপকার ঋণে, বদ্ধ বহু জন।
না গায় তাঁহার গুণ, কে আছে এমন ॥
কত দীনহীন শিশু, অনুগ্রহে তাঁর।
পরিয়াছে বিদ্যাহার, অগোচর কার ॥
কত বড় লোক তিনি, ছিলেন ধরায়।
বিদ্যালয় দেখায়ে, দিতেছে পায় পায় ॥
মতিলাল পরলোকে, গেছেন কে বলে ?
জীবিত আছেন তিনি, নিজ কীর্ত্তিবলে ॥
কীর্ত্তি রেখে পরলোকে, যাঁহার গমন।
কালের করেতে হয়, তাঁর কি নিধন ? ॥
মতিলাল বেঁচে নাই, ভ্রমে বলে লোক।
ভ্রমবশে স্বজনেরা, করে মাত্র শোক ॥
দেখিবারে অমর, মতিকে ইচ্ছা যাঁর।
ত্বরায় দেখুন্ এসে, তাঁর বিদ্যাগার ॥
তাঁর বিদ্যামন্দিরে, করিলে পদার্পণ।
মতির মোহন মূর্ত্তি, হবে দরশন ॥
বিদ্যাগারে বিরাজিত, হয়ে মহোদয়।
ধরেছেন চিত্র রূপ, সকল সময় ॥

প্রবেশিলে বিদ্যালয়ে, অনুমানি হেন।
শিশুগণে কোলে করি, রয়েছেন যেন॥
বিদ্যা শিখিবারে যারা, না পায় উপায়।
তাহাদিগে ডাকিছেন, "তোরা আয় আয়॥"
আত্মপর-বিবেচনা, করি বিসর্জ্জন।
তুষিছেন দীনগণে, জনক যেমন॥
সদা যেন বলিছেন, অম্লান মুখেতে।
বিদ্যাধন নে রে শিশো, বিনা বেতনেতে॥
এমন মধুর বাণী, করিলে শ্রবণ।
কে না দেয়, সন্তোষ-সাগরে সন্তরণ?॥
সকল দানের সার, বিদ্যাধন দান।
বিদ্যাধনদাতা হন, নরের প্রধান॥
ঈশ্বরের কাছে করি, প্রার্থনা এখন।
এমন দাতার বংশ, সুখে যেন রন্॥
বঙ্গদেশ আরো মতি, করুন প্রসব।
বিদ্যালাভ অনাসে, করুক দীন সব॥
এক মতিলাল হতে, এত শুভোদয়।
বহু মতিলাল হলে, দেশে কি না হয়?॥

বিশ্বশ্মশানভূমি দর্শনে দিব্যজ্ঞান।

স্বপ্নদর্শন।

রূপক।

এক দিন করিবারে, চিত্ত বিনোদন।
দেখিতে গেলেম আমি, রম্য উপবন॥
কিবা রমণীয় আহা, উপবন-শোভা।
পাদপনিকর তায়, কিবা মনোলোভা॥
হেরিলে সে উপবন, সবার উল্লাস।
বাসবের বাসনা, তথায় করে বাস॥
সে সুরম্য উপবন, করি বিলোকন।
আশুতর সুস্থ হলো সন্তাপিত মন॥
উদয় সন্তোষ-শশী, হৃদয়-গগণে।
বোধ হলো ভ্রমিয়াছি, নন্দনকাননে॥
ধীরে ধীরে পদব্রজে, করি পর্য্যটন।
ইতস্তত শোভা হেরি, ভরিয়া নয়ন॥
নব নব দল শোভে, মহীরুহোপরে।
অবিরত দুলিতেছে, সমীরণ ভরে॥
হাসিছে কুসুমাবলী, শাখীর শাখায়।
সমীরে সুবাস সদা, চারিদিকে ধায়॥

মকরন্দ পানে মত্ত, হয়ে মধুকর।
গুন্ গুন্ রব করি, ভ্রমে নিরন্তর॥
পুষ্পবঁধু মধুব্রত, পুষ্পবধূ মুখে।
মুখ দিয়া পুষ্পমধু, পান করে সুখে॥
দলে দলে অলিকুল, কলিকুলে দলে।
মধু আশে বিকশিত, কভু করে বলে॥
সরোবরে সরোজিনী, পাইয়া ভ্রমরে।
অনিলের সহকারে, কত কেলি করে॥
বনপ্রিয় প্রিয়রবে, ডাকে ডালে ডালে।
শ্রবণ-বিবরে যেন, কত সুধা ঢালে॥
দ্বিজ সব ডাকিতেছে নিজ নিজ রবে।
সে রব শুনিলে তুষ্ট, নয় কেবা কবে?॥
এইরূপ কত রূপ, সুচারু ব্যাপার।
হেরিয়া হৃদয়পদ্ম, ফুটিল আমার।
ভ্রমণের ক্ষণ পরে, বিশ্রামের তরে।
বসিলেম তরুতলে, পুষ্প করি করে॥
বটপত্র বিছাইয়া, বটের ছায়ায়।
ক্রমশঃ শয়ন করি, পুলকিত কায়॥
সুশীতল সমীর-হিল্লোল লাগে গায়।
অনুমানি স্বর্গসুখ, পাইতেছি তায়॥

শুয়ে উপবনকান্তি, করি আন্দোলন।
নানাভাবে পূর্ণ হলো, মানস তখন॥
ভাবিয়া স্বভাব-ভাব, বলিহারি যাই।
ভবেশ-মহিমাগান, মনে মনে গাই॥
ভবেশে ভাবিতে গিয়া, একি চমৎকার।
একেবারে বোধ হলো, সংসার অসার॥
থাকিলে নির্জ্জন স্থানে, জন্মে ঈশভক্তি।
ভক্তি সহ অবিলম্বে, বাড়ে জ্ঞানশক্তি॥
পূর্ব্বকালে লোকালয়, করিয়া বর্জ্জন।
এই হেতু কাননে, থাকিত মুনিগণ॥
থাকিতে ঈশ্বরসঙ্গে, যার অভিলাষ।
আশুগতি করুক সে, কাননেতে বাস॥
বিপিনে বসিলে পরে, অন্য চিন্তা যায়।
কালক্ষেপ হয় মাত্র, ঈশ্বর চিন্তায়॥
নির্জ্জনতা মত আর, উপকারী নেই।
ঈশ্বরের অর্চ্চনা, করাতে পারে সেই॥
লোকালয়ে অনেকেই, চেষ্টা করে বটে।
ভেবে দেখি এ প্রকার, সুযোগ না ঘটে॥
কে না জানে লোকালয়ে, নানা বিঘ্ন আছে।
মনকে না যেতে দেয়, ঈশ্বরের কাছে॥

এইরূপ চিন্তা মনে, করি বার বার।
ইচ্ছা নাই ফিরে যেতে, লোকালয়ে আর॥
নয়ন মুদিয়া করি, প্রার্থনা তখন।
কোথা হে অনাথনাথ, পাপবিনাশন॥
দাঁড়ায়ে রয়েছি প্রভো, ভবনদীতীরে।
তোমাকে হে ডাকিতেছি, সভয় শরীরে॥
সকলি অসার নাথ, সকলি অসার।
তোমার করুণা বিনা, না দেখি নিস্তার॥
পদে পদে তব পদে, যাইতেছি ভুলে।
ভাবি তাই কি প্রকারে, যাইব ও কূলে॥
অবিরত হয়ে নাথ, প্রবৃত্তির বশ।
অনর্থই ঘটাতেছে, আমার মানস॥
তোমাকে না পাই যদি, নিখিলকারণ।
বিফল জীবন তবে, বিফল জীবন॥
দুর্লভ মানবদেহ, পেয়ে দয়াময়।
তব আরাধনা বিনা, কিছু কিছু নয়॥
একা আসিয়াছি আমি, একা যেতে হবে।
দারা সুত পরিজন, কেবা কোথা রবে॥
ভগ্নগেহে বাস করি, সদাই সভয়।
এখন তখন নাই, কখন কি হয়॥

তুমি এক মাত্র গতি, জীবনে মরণে।
একথাটী ভুলিতেছি, আমি প্রতিক্ষণে॥
অচেতন হয়ে রই, চৈতন্যরহিত।
কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, কি হিত অহিত॥
দিব্যজ্ঞান দান কর, বিনা দিব্যজ্ঞান।
কোন মতে আমি হে, না দেখি পরিত্রাণ॥
যাতে দিব্যজ্ঞান পাই, কর তারোপায়।
অসম্ভব সম্ভব, তোমাতে সমুদায়॥
দিব্যজ্ঞান দান কর, করিয়া এমন।
যেন সে সঙ্গের সাথী, থাকে আজীবন॥
দিব্যজ্ঞান থাকিলেই, পাইব তোমায়।
বঞ্চিত হব না তবে, প্রকৃত আশায়॥
এরূপ প্রার্থনা আমি, করি যে সময়।
নিদ্রা আসি নয়নেতে, হইল উদয়॥
ঘুমাইয়া দেখিলাম, স্বপ্ন অপরূপ।
দেখি নাই, দেখিব না, স্বপন এরূপ॥
ধরার শ্মশানভূমি, যে ভাগেতে যত।
দেখিলাম একস্থানে, সব সমাগত॥
লোকে যে ভূমিতে শব ঢাকে মৃত্তিকায়।
যে ভূমিতে দাহ করে, শব সমুদায়॥

দেশাচার যে প্রকার, সেই অনুসার।
যে ভূমিতে হয়ে থাকে, শবের সৎকার॥
সে সব ভূমিকে বলে, সবাই শ্মশান।
শ্মশান ত মৃতদেহ, সৎকারের স্থান॥
যথা আছে মরণ, শ্মশান আছে যথা।
এমন কি দেশ আছে, মৃত্যু নাই তথা?॥
সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে, মরণ ত আছে।
সকলেই পরাজিত, মরণের কাছে॥
পূর্ব্বে যারা করেছিল, জনম গ্রহণ।
কেহ কি তাদের মধ্যে, জীবিত এখন?॥
ঔষধে হইতে পারে, রোগ নিবারণ।
আছে কি ঔষধ কোন, নিবারে মরণ?॥
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে।
যেখানেতে লোকালয়, লোকে বাস করে॥
সর্ব্বত্র শ্মশানভূমি, আছেই নিশ্চয়।
কাজেই শ্মশানসংখ্যা, অল্প কভু নয়॥
ক্ষিতিতলে একভাবে, কিছুই না রয়।
কালে কালে সকলেরি, আছে বিনিময়॥
কি পরিবর্ত্তন কোথা, কার সাধ্য বলে।
যা বলে তা বলে মাত্র, অভিজ্ঞান-বলে॥

জল কালে স্থল হয়, স্থল হয় জল।
অচলও তৃণ হয়, তৃণও অচল॥
গহন নগর হয়, নগর গহন।
এইরূপ অপরূপ, কি পরিবর্ত্তন!॥
অতএব পূর্ব্বে ছিল, শ্মশান যেখানে।
হয়েছে লোকের বাস, বুঝি অনুমানে॥
কালে কালে এক স্থানে, হয়ত আবার।
বার বার শ্মশান হয়েছে, কত বার॥
যে যে স্থানে এখন শ্মশান নাই স্থলে।
হয়ত শ্মশান ছিল, সেকালে সেস্থলে॥
যদবধি নরসৃষ্টি, মহীতে হয়েছে।
তদবধি সঙ্গে সঙ্গে, শ্মশান রয়েছে॥
অনেকে এমন বলে, শুনি পেতে কান।
হয়েছে কভু না কভু, সর্ব্বত্র শ্মশান॥
এসব কথায় আর, নাই প্রয়োজন।
যা দেখেছি বলিতেছি, তার বিবরণ॥
অবনীর উপস্থিত, শ্মশান যে সব।
যেখানে সৎকার করে, লোকে লয়ে শব
অথবা শ্মশান ছিল, পূর্ব্বকালে যত।
যথা কোন চিহ্ন নাই, শ্মশানের মত॥

অগণ্য শবের গতি, হয়েছে যথায়।
অথবা একটী শব, স্থান যথা পায়॥
এইরূপ ছোট বড়, শ্মশান নিচয়।
নূতন কি পুরাতন, প্রভেদ না রয়॥
সমুদয় এক ঠাঁই, করি দরশন।
এক দৃষ্টে চেয়ে রই, অবাক্ বদন॥
অসম্ভব ব্যাপার, হেরিয়া স্বনয়নে।
কোন তর্ক উদয়, হলো না মম মনে॥
জেগে থাকিলে ত তর্ক, করিতাম তবে।
কি বলিব স্বপনেতে, সকলি সম্ভবে॥
অগণ্য শ্মশান ভূমি, হয়ে একত্রিত।
প্রকাণ্ড শ্মশান যেন, হলো বিলোকিত॥
সামান্য শ্মশান ক্ষেত্রে, করিলে গমন।
ত্রাসেতে ত্রাসিত নয়, কে আছে এমন ?॥
শ্মশানের ভঙ্গী হেরে, ভয়ে কাঁপে দেহ।
আবার একাকী তায়, সঙ্গে নাই কেহ॥
সাক্ষাৎ শমনপুরী, হেন মনে লয়।
ভয়েতে মানসে হয়, কত কি উদয়॥
কালে কালে দেশে দেশে, নানাজাতি শব।
ভস্মসাৎ কিম্বা মাটি, হয়েছে যে সব॥

সেই সব মৃতদেহ, হয়ে মূর্ত্তিমান।
এ বিশ্বশ্মশানক্ষেত্রে, করে অবস্থান॥
শবদের ভাব ভঙ্গী, কত মত হয়।
হেরিয়া অবাক হই, মানিয়া বিস্ময়॥
জীর্ণ-কলেবর শব, অস্থিমাত্র সার।
ঢোলে ঢোলে চোলে যায়, কিবা চমৎকার॥
শত শত মৃতদেহ, নাড়ী ভুঁড়ী ছাড়া।
আমায় বিকট বেশে, যেন দেয় তাড়া॥
কোথাও বা শব সব, হাসে খিল খিল।
হেরে ভয়ে অমনি, দশনে লাগে খিল॥
দুই কর প্রসারিয়া, স্কন্ধকাটা শব।
জড়িয়ে ধরিতে আসে, ভয়াবহ সব॥
হাতকাটা কানকাটা, নাককাটা কত।
যথা তথা ঘুরিতেছে, যমদূত মত॥
পদকাটা মৃত তনু, করি জড়াজড়ি।
হাঁ কোরে গ্রাসিতে আসে, দিয়া গড়াগড়ি॥
ট্যাঁ ট্যাঁ কোরে কচিছেলে, উঠিছে কাঁদিয়া।
প্রসূতী করায় চুপ, মুখে স্তন দিয়া॥
বসন্তে বিকৃত মুখ, কত মৃতকায়।
দেখিয়া অমনি যেন, প্রাণ উড়ে যায়॥

কোন কোন শবের গলায় দড়ী আছে।
বুকের উপরে জিহ্বা, ঝুলে পড়িয়াছে॥
কর পদ ছুড়িয়া, করিছে ছট্ ফট্।
মুখে রক্ত উঠিতেছে, আকার বিকট॥
কোন শব নীলবর্ণ, হলাহল পানে।
পড়িছে ঢুলিয়া যেন, এখানে সেখানে।
অহির দশনদাগ, আছে কারো গায়।
বদনে উঠিছে ফেণা, ধরায় লুটায়॥
সর্ব্বদেহে ফোস্কা কারো, ছাল উঠে গেছে।
যেন কি অদ্ভুত জন্তু, শ্মশানে সেজেছে॥
কোন কোন শবের, মাথার খুলী নাই।
বাপ বাপ শব্দ মুখে, করিছে সদাই॥
কোন শব হাঁফাইয়া, আঁকুবাকু করে।
যেমন জীবের হয়, জীবন-ভিতরে॥
কোন শব এলো মেলো, বকিছে কেবল।
আঁখি দুটী জবাফুল, যেন অবিকল॥
কোন শব খক্ খক্, কাশিছে সঘনে।
রুধির নিক্ষেপ করে, গয়েরের সনে॥
কোন শব রক্ত বমি, করে বার বার।
কাহারো শোণিত ভেদ, হয় অনিবার॥

কোন কোন শবের হতেছে জলভেদ।
রসনার সহ সদা, রসের বিচ্ছেদ॥
ঘন ঘন উকি উঠে, করিছে বমন।
পদ করে খিল ধরে, যেন অনুক্ষণ॥
নাই রব, কোন শব, পোড়ে খেকে থেকে।
মাঝে মাঝে ভীমবেশে, উঠিতেছে ঝেঁকে॥
কোন কোন শবের, অবশ সর্ব্বঅঙ্গ।
হাত পা গিয়াছে বেঁকে, হয়েছে ত্রিভঙ্গ॥
কুকুরের রদনের দাগ, কোন শবে।
মাঝে মাঝে ডাকিতেছে, ভেউ ভেউ রবে॥
কখন বা যাইতেছে, তেড়ে কামড়াতে।
কি এক ভীষণ মূর্ত্তি, প্রকাশিত তাতে॥
শব সব এইরূপ নানা মূর্ত্তি ধরি।
আমায় দেখায় ভয়, দেখে ভয়ে মরি॥
নানাবর্ণ মৃতকায়, এক বর্ণ নয়।
একত্রিত মেদিনীর মৃত লোকচয়॥
আরো কত হেরেছি, ভীষণ অবয়ব।
বর্ণহার হেরে যায়, বর্ণিতে সে সব॥
কাজেই সংক্ষেপে মাত্র, হইল বলিতে।
সংক্ষেপেই সমুদয়, হইবে বুঝিতে॥

একে এ যে অতিশয়, ভয়ের বিষয়।
ভয়েতেই জন্মে ভ্রম, কি আছে সংশয়॥
এখনও মনে হলে, মনে পাই ভয়।
সর্ব্বঅঙ্গ কেঁপে উঠে, কম্পিত হৃদয়॥
তাহাতে আবার এ যে, স্বপ্নে দেখা হয়।
স্বপনের কথা কি, সকল মনে রয়॥
হেরিলাম বিপরীত, এ বিশ্বশ্মশানে।
এমন না ঘটে বটে, বিধির বিধানে॥
যুক্তিমতে যদিও, এ সব না সম্ভবে।
স্বপ্নেতে সম্ভবে সব, স্বপ্ন কেন তবে?॥
শবদের কাণ্ড হেরে, ভাবিয়া অন্তরে।
স্বপ্নে মনে মনে এই, স্থির করি পরে॥
যে ভাবেতে যে আকারে, মৃত্যু হয় যার।
এ শ্মশানে ধরে সেই, সেরূপ আকার॥
আরো কত হেরিলাম, ভয়ের ব্যাপার।
একস্থানে একরূপ, অন্য স্থানে আর॥
ডাকিনী যোগিনী কত, ঘুরিয়া বেড়ায়।
শকুনি গৃধিনী যত, মড়া কত খায়॥
মড়ার আস্বাদ পেয়ে, মত্ত একেবারে।
সজীব মানুষ পেলে, ধোরে খেতে পারে॥

চারিদিকে ভ্রমিতেছে, কুকুর শৃগাল।
তাহাদের মূর্ত্তি যেন, কালান্তক কাল॥
শবের উপরে সব, করি আরোহণ।
পুলকে পূরিত হয়ে, করিছে ভক্ষণ॥
স্বভাবতঃ শিবারা, কুকুরে ভয় করে।
হেরিলেই কুকুরে, পলায় দূরান্তরে॥
এখানে জম্বুকীগণ, রণমুখী হয়ে।
শ্বাসঙ্গেতে ঝগড়া, করিছে শব লয়ে॥
খেয়োখেয়ি হইতেছে, কুকুরে কুকুরে।
ভেউ ভেউ ডাকিতেছে, সুগম্ভীর স্বরে॥
ভয়ঙ্কর বেশ ধরে, খেয়ে মড়া যত।
কুকুর কুকুর নয়, শার্দ্দূলের মত॥
কারো মুখে মড়ার পা, কারো মুখে হাত
চিবায় মড়ার হাড়, এত তীক্ষ্ণ দাঁত॥
শব সব টেনে লয়ে, করে লণ্ডভণ্ড।
একটা মড়াকে ছিঁড়ে, করে শত খণ্ড॥
কোন স্থানে হাড় সব, ছড়াছড়ি হেন।
দূরে হতে বোধ হয়, শ্বেত ক্ষেত্র যেন॥
দেখে খণ্ড খণ্ড মড়া, গড়াগড়ি যায়।
অসম সাহস যার, সেও ত্রাস পায়॥

কোথাও রয়েছে কর, কোথাও চরণ।
কোথাও নাসিকা আছে, কোথাও শ্রবণ॥
কোথাও রয়েছে পড়ি, পিঠের পাঁজর।
কোথাও রয়েছে জানু, কোথাও উদর॥
কোথাও রয়েছে ওষ্ঠ, কোথাও অধর।
নাড়ীভুড়ী কোথাও, কোথাও পয়োধর॥
কোথাও মাথার খুলী, কোথাও অঙ্গুলি।
কোথাও রয়েছে পড়ি, শুধু দন্তগুলি॥
দ্রোণ সব উল্লাসেতে, খায় চোক খুলে।
এখানে সেখানে বসে, নাড়ী মুখে তুলে॥
এসব ভীষণ কাণ্ড, করি বিলোকন।
ভয়ে করি পলাবার, বিশেষ যতন॥
স্বপনেতে দৌড়াইতে, কই ছাই পারি।
পদ যেন ভেঙ্গে পড়ে, দেহ হয় ভারী॥
স্বপ্নে ভয় পেলে ঘুম, ভেঙ্গে যায় প্রায়।
মম ঘুম না ভাঙ্গিল, কি বিষম দায়॥
সাহসে করিয়া ভর, শ্মশানে বেড়াই।
এক এক বার যেন মহা ত্রাস পাই॥
ধীরে ধীরে করিতেছি, চরণ চালন।
এমন সময় হলো, সন্ধ্যা আগমন॥

ঘোর অন্ধকার নিশি, মেঘাচ্ছন্ন তায়।
কোথা যেতে কোথা যাই, বুঝা নাহি যায়
নিশা আগমনে আরো, ভয়ের ব্যাপার।
হেরিয়া অন্তরে আসে, ভাবনা অপার॥
নিশিতে আবার যত, শঙ্কা হয় মনে।
কোন মতে বলিতে, না পারি একাননে॥
দিবসে বরণ ভয়, ছিল না এমন।
ভাবিলাম হলো বুঝি, সংশয় জীবন॥
মনে মনে ভাবিতেছি, এরূপ যখন।
হেরিলেম অপরূপা, নারী এক জন॥
দূরে হতে হেরি তাঁরে, হেন জ্ঞান হয়।
কোটি শশী এককালে, হইল উদয়॥
তাঁর রূপে দূরে গেল, সব অন্ধকার।
অনুমানি দিনমান, এলো পুনর্ব্বার॥
এমনি প্রফুল্ল হলো, আমার অন্তর।
যেন ধরিলাম আমি, নব কলেবর॥
ক্ষণ মাত্রে সমুদয়, হইল নূতন।
নূতন নয়নে আমি, করি দরশন॥
নূতন শ্রবণে যেন, করি আকর্ণন;
নূতন রসনা বলে, নূতন বচন॥

মনোগত-ভাব যত, হলো বিনিময়।
কি ছিলেম, কি হলেম, আশ্চর্য্য বিষয়॥
আমাতে যে আমি ছিল, সে আমিটী গেল।
পুরাতন আমি ঘুচে, নব আমি এল॥
ক্রমে ক্রমে সুরূপসী, সমাগতা যত॥
তাঁহার রূপের ছটা, হেরিলাম তত॥
এসে তিনি দাঁড়ালেন, সম্মুখে যখন।
মা বলিয়া করিলাম, তাঁরে সম্বোধন॥
প্রণিপাত করিলাম, শ্রীপদে তাঁহার।
কিবা সৌম্য মূর্ত্তি তাঁর, কোমল আকার॥
অলৌকিক রূপ তাঁর, করি দরশন।
নয়ন নিমেষ হারা, হলো তত-ক্ষণ॥
কিবা চারু বিভূষণ, শোভে সর্ব্ব অঙ্গে।
সে সব হেরিয়া ভাসি, সুখের তরঙ্গে॥
যত দিন করিয়াছি, জনম গ্রহণ।
কখনই হেরি নাই, ভূষণ তেমন॥
সে সব ভূষার মূল্য, না হয় নির্ণয়।
অকৃত্রিম, অমূল্য, অতুল্য, সমুদয়॥
কোথা ধাম, কিবা নাম, ধরেন জননী।
জানিতে বাসনা মনে, হইল অমনি॥

হেরিয়া দেবীর ভাব, অনুমানি হেন।
আমাকে বলিতে কিছু, এসেছেন যেন॥
অতীব বিনীত ভাবে, জিজ্ঞাসি তখন।
"বল দেবি! কে তুমি, এখানে কি কারণ?॥
এ বিশ্বশ্মশান-ক্ষেত্রে, করি আগমন।
ভীষণ ব্যাপার নেত্রে, হেরি অগণন॥
সহসা শ্মশানে আসা, অসম সাহসে।
অসঙ্গত হইয়াছে, ভাবি গো মানসে॥
তোমার চরণাম্বুজ, হেরিয়া লোচনে।
সে ভাব অভাব মম, হইল এক্ষণে॥
পরম সৌভাগ্যোদয়, হয়েছে আমার।
সৌভাগ্যের গুণে পাই, দর্শন তোমার॥
তব সন্দর্শন-শশী হয়ে বিদ্যমান।
আনন্দ-কৌমুদী মাগো, করিয়া প্রদান॥
হৃদয়-কুমুদে মম, করে বিকশিত।
সাধিত হয়েছে তায়, অসামান্য হিত॥
পবিত্র বিমল বপু, করেছ ধারণ।
পবিত্র নয়ন তব, পবিত্র শ্রবণ॥
কি নাসিকা কি রসনা, সুপবিত্র তব।
পবিত্রতা-পরিপূর্ণ, সর্ব্ব অবয়ব॥

যেখানেতে কর তুমি, পাদবিহরণ।
চতুর্দ্দিকে পবিত্রতা, হয় বরিষণ॥
পবিত্র স্বভাবে তব, অনুভব করি।
পবিত্র ভারতী তব, অমৃতলহরী॥
তব পবিত্রতা গুণে, এ বড় বিচিত্র।
অপবিত্র হয়ে আমি, হলেম পবিত্র॥
পবিত্র হইল চিত্ত, পবিত্র জীবন।
সকলি পবিত্র ভাব, করিল ধারণ॥
তব শ্রীমুখের বাণী, শুনিতে বাসনা।
এ দীন দাসেরে দান, কর কৃপাকণা॥
কি বলিবে বল বল, বল গো জননি!।
শুনিয়া প্রভাত হোক, অজ্ঞতা-রজনী॥
কি শুভ ক্ষণে গো দেখা, পেলেম তোমার।
অচিরে বাসনা পূর্ণ, কর মা আমার"॥
মম বাণী শুনি দেবী, প্রসন্ন বয়ানে।
লাগিলেন বলিতে, চাহিয়া মম পানে॥
"আমার বচনে বাছা, কর অবধান॥
অবধানে অজ্ঞানতা, হবে অবসান।
এ বিশ্বশ্মশানে হেরি, ভয়ের ব্যাপার।
স্বভাবত হয় বটে, ভয়ের সঞ্চার॥

আমাকে দেখিয়া ভয়, ঘুচেছে তোমার।
আমার সাক্ষাতে আগে, করেছ স্বীকার॥
তাহাতে সন্তুষ্ট বড়, হইয়াছি আমি।
হইতে পারিবে তুমি, জ্ঞানপথগামী॥
তব চিত্ত-ক্ষেত্রে, উপদেশ-লতা তবে।
আশু বলবতী হয়ে, ফলবতী হবে॥
এই বিশ্বশ্মশানে, হেরিছ যত লোকে।
সবাই জীবিত ছিল, বিশাল ভূলোকে॥
ছোট বড় ভেদ বাপু, কিছু নাই আর।
ঘটেছে সমান দশা, এখানে সবার॥
কোন্ কালে কোন্ দেশে, ছিল কার্ ধাম।
কেবা কি পদস্থ ছিল, কার্ কিবা নাম॥
এ সব ত জ্ঞাত নও, বাছারে আমার।
দেখিতেছ কেবল, শবের সমাহার॥
এই বিশ্বশ্মশানেতে, অরে বাছা ধন।
একবার মম সহ, কর পর্য্যটন॥
যেতে যেতে কারো কারো, দিব পরিচয়।
শুনিলেই—বুঝিতে, পারিবে সমুদয়॥
অনেকেরি বৃত্তান্ত, শুনেছ ইতিহাসে।
তাহাদিগে দেখাইয়া, দিব অনায়াসে”॥

দেবীর সহিত তবে, দেবীর আদেশে।
ধীরে ধীরে গতি করি, ভক্তির আবেশে॥
দয়া করি মহাদেবী, চলিতে চলিতে।
ক্রমাগত লাগিলেন, আমায় বলিতে॥
"অই দেখ, ভরত সম্মুখে বিদ্যমান।
যে নামে ভারতবর্ষ, দেশের আখ্যান॥
অই দেখ, হিরণ্যকশিপু দানবেশ।
যাহাকে করিত ভয়, সতত সুরেশ॥
অই দেখ, প্রহ্লাদ, ধার্ম্মিক ধরণীতে।
করে নি যে, মৃত্যুভয়, স্বধর্ম্ম রাখিতে॥
অই দেখ, হরিশ্চন্দ্র, ভূপতি প্রধান।
শূকর যে চরাইল, রাজ্য করি দান॥
অই দেখ, রাঘবারি, লঙ্কার রাবণ।
যার ভয়ে ভীত সদা, শচীর রমণ॥
অই দেখ, দশরথ, যে নিজ নন্দনে।
আহা! বনবাস দিল, বনিতাবচনে॥
অই দেখ, রামচন্দ্র, ধীর ধরাপতি।
পিতৃসত্য পালিবারে, বনে যার গতি॥
সসাগরা মহীপাল, প্রজাপাল বীর।
যার শরে সমরে, পতিত দশশির॥

অই দেখ, জানকী, জনক-স্থদুহিতা।
পতিপ্রাণা গুণবতী, শ্রীরাম বনিতা॥
অই দেখ, লক্ষ্মণ, শীলতা যার কত।
যার মত আর নাই, ভ্রাতৃ-অনুগত॥
অই দেখ, দুর্য্যোধন, কৌরবপ্রধান।
পাণ্ডবের মহা অরি, বড় যার মান॥
অই দেখ, ভীষ্ম বীর, সুধীর সমরে।
ইচ্ছা করি মরে যেবা, অর্জ্জুনের শরে॥
অই দেখ, দ্রোণাচার্য্য, শূর সেনাপতি।
যার বাণে অনেকেরি, যমালয়ে গতি॥
অই দেখ, কর্ণ বীর, মহাদক্ষ রণে।
যার বলে কুরুপতি, বলী মনে গণে॥
অই দেখ, বৃকোদর, যার গদাঘাতে।
দুর্য্যোধন দ্রুত যায়, শমনশালাতে॥
অই দেখ, ধনঞ্জয়, বীর-অবতার।
কুরুক্ষেত্রে প্রকটিত, পরাক্রম যার॥
অই দেখ, অভিমন্যু, অর্জ্জুনের স্থত।
ষোল বৎসরের শিশু, ক্ষমতা অদ্ভুত॥
যাহার তুমুল যুদ্ধ, সহিতে না পেরে।
বধে যারে, অবিচারে, সপ্তরথী ঘেরে॥

অই দেখ, দ্রৌপদীর, পাঁচটী তনয়।
শিশু হয়ে রণে যারা, অরি করে ক্ষয় ॥
দেখিতে সুন্দর যারা, চিত্র ছবি মত।
যারা নিদ্রা-অবস্থায়, দ্রৌণি-করে হত ॥
অই দেখ, বিরাট মহীশ মহোদয়।
পাণ্ডবেরা যার গৃহে, গুপ্তভাবে রয় ॥
অই দেখ, সম্মুখে, দুর্জ্জন দুঃশাসন।
যে করিল দ্রৌপদীর, বসন হরণ ॥
অই দেখ, ধৃতরাষ্ট্র, অন্ধ নরপতি।
হিংস্রকের শিরোমণি, দুরাত্মা দুর্ম্মতি ॥
অই দেখ, জরাসন্ধ, বলবান্ অতি।
যার ভয়ে দ্বারকায়, কৃষ্ণের বসতি ॥
অই দেখ, শিশুপাল, দমঘোষাপত্য।
করিত কতই নৃপ, যার আনুগত্য ॥
অই দেখ, নল রাজা, সুশ্রী মহীতলে।
ঘটিল দুর্দ্দশা যার, শনি-কোপানলে ॥
অই দেখ, দময়ন্তী, পতিব্রতা সতী।
স্বয়ম্বরা হয়ে যে, বরণ করে পতি ॥
অই দেখ, মথুরা-অধিপ কংসাসুর।
বাসুদেবকরে হলো, যার দর্পচূর ॥

অই দেখ, পরীক্ষিত, বোসে ধরাসনে।
যাহার নিধন ঘটে, ভুজগ-দংশনে॥
অই যে, বিক্রমাদিত্য, ধনী জ্ঞানী মানী।
উজ্জয়িনী নগরী, যাহার রাজধানী॥
নবরত্ন-বিভূষিত, ছিল সভা যার।
যে করিত পণ্ডিতের আদর অপার॥
ভারতের মুখোজ্জ্বল, যার যত্নে হয়।
মূর্খ প্রায় ভারতে, ছিল না সে সময়॥
অই দেখ, মহামান্য, কবি কালিদাস।
যে ছিল রে ভারতের, গৌরব-আবাস॥
অই দেখ, আকবর, দিল্লীর ঈশ্বর।
স্বপ্রজারঞ্জন যেবা, নানা গুণধর॥
সমুন্নত ছিল যার, অতুল গৌরব।
সুখেতে করিত বাস, রাজ্যবাসী সব॥
অই দেখ, অরেঞ্জিব, সম্রাট্ প্রধান।
বহু নৃপ যাহাকে, করিত কর দান॥
অই দেখ, সা আলম, সম্মুখে তোমার।
কত মত বিভব, ভারতে ছিল যার॥
অই দেখ, বিদ্যমান, রণজিৎ সিংহ।
যাহাকে ভাবিত লোকে, বিক্রমেতে সিংহ

সিংহাসনারূঢ় যেবা, নিজ ভুজবলে।
আধিপত্য করেছিল, রণের কৌশলে॥
অই দেখ, সেরাজদৌলাকে বিদ্যমান।
নৃশংস ছিল না প্রায়, যাহার সমান॥
যে দুরাত্মা পলাশিতে, পরাজিত হয়।
ছিল না হৃদয়ে যার, কিছু ধর্ম্মভয়॥
অই দেখ, ক্লাইব, ভারতে যেই জন।
করিল রে বৃটিশের সাম্রাজ্য পত্তন॥
অই দেখ, ভবভূতি, বাল্মীকি, ভারবি।
ভারত ভিতরে যারা, মুখ্য মুখ্য কবি॥
অই যে ভারতচন্দ্র, রায় গুণাকর।
বঙ্গদেশে ছিল যে, প্রসিদ্ধ কবিবর॥
অই দেখ, তব গুরু, সুকবি ঈশ্বর।
যাহা হতে প্রভাকর, হয় প্রভাকর॥
যার হৃদে বিরাজিতা, দৈবশক্তি দেবী।
বঙ্গে যে বিখ্যাত ছিল, দৈবশক্তি সেবি॥
অই দেখ, সেক্সপিয়ার, গুণাগার।
স্বভাব বর্ণনে, যার ক্ষমতা অপার॥
অই দেখ, গোল্ডস্মিথ, ক্যাম্বেল, হোমার।
অই দেখ, মিলটন, পোপ, কাউপার॥

অই দেখ, ডিমসথিনিস মহামতি।
যাহার বক্তৃতাশক্তি, অনুপম অতি॥
অই দেখ সক্রেটিস, বড় বুদ্ধিমান।
জ্ঞানশক্তি প্রভাবে, উন্নত যার মান॥
অই দেখ, সোলন, সুবোধ সাতিশয়।
এথেন্সের বিধানক, জ্ঞানের আলয়॥
অই দেখ বিচক্ষণ, লাইকারগস।
স্পার্টার ব্যবস্থাপক, মহা যার যশ॥
অই দেখ, আলেকজ্যাণ্ডার মহাশূর।
যে আনিল করতলে, কত শত পুর॥
ভুজবলে সমস্ত ভূ জয়, করি বলে।
"বাকী নাই ভূভাগ, আনিতে করতলে"
ঐ দেখ, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বীর।
মহীতে যে হয়েছিল, সংগ্রামে সুধীর॥
কেঁপেছিল ইউরোপ, যারে করি ভয়।
এখানে সবার সহ, সম পদে রয়॥
অই দেখ, নিউটন, বুদ্ধিতে যেজন।
ধরাধামে পেয়েছিল, প্রথম আসন॥
ঐ দেখ, রমিউলস, রোমের জনক।
অই দেখ, সাইরস, সাম্রাজ্যস্থাপক॥

অই দেখ, ক্রুসস, ধনেশ সম ধনী।
অই দেখ, হানিবল বীরচূড়ামণি॥
অই দেখ, জুলিয়স সিজার সম্রাট।
বলে যেবা বহুদেশে, ঘটায় বিভ্রাট॥
অই দেখ, অগষ্টস মহা মান্যবর।
যে করিল সমুন্নত, রোমীয় নগর॥
অই দেখ, সার্ব্বভৌম, নিরো দুরাশয়।
যে করিল প্রজার পীড়ন অতিশয়॥
ঐ দেখ, উইলিয়ম, বিজয়ী আখ্যান।
বলে যে বৃটনে পায়, ভূপের সম্মান॥
ঐ দেখ, এলিজাবেথ, যে হয়ে অবলা।
বৃটনের রাজশ্রীকে, করিল প্রবলা॥
অই দেখ, লর্ড কেনিং, ভারতশাসক।
ভারতের উপকারী, স্বপ্রজাপালক॥
রক্ষা করি প্রজাদের, ধন আর প্রাণ।
কৌশলে বিদ্রোহানল, যে করে নির্ব্বাণ॥
চেয়ে দেখ এইরূপ, কোটী কোটী লোকে॥
বড় বলি খ্যাত ছিল, যাহারা ভূলোকে॥
ঘটিয়াছে ইহাদের, কি দশা হেথায়।
হায় হায় পূর্ব্বকার, গৌরব কোথায়॥

রাজা, প্রজা, রোগী, ভোগী, অধন, সধন
অবল সবল আর, দুর্জন সুজন ॥
মূর্খ কি বিদ্বান আর, অজ্ঞান সজ্ঞান।
প্রবীণ নবীন যুবা, নারী কি পুমান্ ॥
মান্যামান্য বড় ছোট, সবাই সমান।
কিছু মাত্র ভেদ নাই, দেখ বিদ্যমান ॥
এখানে আসিতে কালে, সকলকে হয়।
ধরায় অমর হয়ে, কেহই না রয় ॥
পার্থিব বিষয় সব, জানিয়া অসার।
যারা যারা ঈশ্বরকে, ভাবিয়াছে সার ॥
অবশ্যই তাহাদের, হইবে সদ্গতি।
তা না হলে কিছুতেই, আর নাই গতি ॥
মম নাম "দিব্যজ্ঞান" শুন বাছাধন।
ঈশ্বরের সহ আমি, করাই মিলন ॥
ঈশ-ভক্তি-প্রদায়িনী, আমি চিরদিন।
চরমে পরম পদ, পায় মমাধীন" ॥
হেন কালে নিদ্রা ভঙ্গে, মহাতাপ পাই।
দেবীর সকল কথা, শুনা হলো নাই ॥

সম্পূর্ণ।